www.facebook.com/purbottar

www.purbottar.in

RNI No. 71057/96

সিলভার প্লে বটন হাতে রায়গঞ্জের রবি

পৃষ্ঠা- ৫

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৫, সংখ্যা: ২৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৯ নভেম্বর – ১ ডিসেম্বর, ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 25, Issue: 23, Cooch Behar, Friday, 19 November - 1 December 2021, Pages: 8, **Rs. 3**

পুরোনো মেজাজে শুরু রাস উৎসব

কোচবিহার রাস মেলার কিছু ছবি

কোচবিহার: ১৮ নভেম্বর শুরু হল কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসব। একই সঙ্গে করোনার গেরো কাটিয়ে সেদিনই শুরু হল কোচবিহার পুরসভার রাসমেলাও। সব কিছুই ফিরছে সেই পুরানো মেজাজে। তাই সঙ্গে লোকসংস্কৃতিকে ধরে রাখতে এবারও মদনমোহন বাড়ির সংস্কৃতি মঞ্চে যাত্রাপালা এবং লোকগানের আসর বসবে।

করোনা পরিস্থিতির কারণে গতবছর সেভাবে বড় করে অনুষ্ঠান হয়নি। মদনমোহনবাড়ির সংস্কৃতি মঞ্চে সেবার হয়নি যাত্রা পালা। এবার পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক থাকায় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড করোনা বিধি মেনে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

অনুষ্ঠানের শেষমুহূর্তের আয়োজন নিয়ে বুধবার মদনমোহন বাড়িতে ছিল চূড়ান্ত ব্যস্ততা। দেবত্র ট্রাষ্ট বোর্ড সূত্রে জানা গেছে প্রতিবারের মতো এবারও মদনমোহন বাড়ির সংস্কৃতি মঞ্চে ভাগবত পাঠ, ভাওয়াইয়া গান ও কীর্তন পরিবেশিত হবে। প্রতিবারই দূরদূরান্ত থেকে শিল্পীরা এখানে আসেন অনুষ্ঠান পরিবেশন করতে। সেই ধারাবাহিকতা এবারও বজায় থাকবে।

রাস পূর্ণিমার বিশেষ অতিথি তথা জেলাশাসক প্রতিবছরই বিশেষ পুজোর পর রাস চক্র ঘুরিয়ে রাস যাত্রার সূচনা করেন। এবারও তার অন্যথা হবেনা। ১৬ নভেম্বর শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মন্দিরে যান সদর মহকুমাশাসক রাকিবুর রহমান। তিনি বলেন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। করোনাবিধি মেনেই মন্দিরের সব আয়োজন হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কোচবিহারের এই রাস উৎসব দীর্ঘ দিনের পুরানো। ১৮১২ সালে ভেটাগুড়িতে শুরু হয় রাসমেলা। পরবর্তীতে সেই রাসমেলা কোচবিহারে স্থানান্তরিত হয়। এখন সেই মেলাই পুরসভার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। ১৮ নভেম্বর কোচবিহারের রাস যাত্রার পাশাপাশি রাসমেলাও উদ্বোধন হবে।

উত্তরবঙ্গে শিল্প প্রসারে বিশেষ বৈঠক

১৫টি নতুন শিল্পতালুক উত্তরবঙ্গে

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গকে একটি বিশেষ শিল্পকেন্দ্র বানাতে রাজ্য সরকার আগেই বেশ কিছু পরিকল্পনা নিয়েছিল। সেইসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ৯ নভেম্বর ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প শীর্ষ আধিকারিক, শিল্প সংগঠন সিআইআই, আইসিসি, ক্রেডআই-এর উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নবান্নে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী।

দীর্ঘদিন থেকেই রাজ্যের কাছে বেসরকারি শিল্পতালুক তৈরি করার ক্ষেত্রে নানান সুবিধার দাবি জানাচ্ছিল বিভিন্ন শিল্প সংগঠনগুলি। আগে ২০ একর বা তার বেশি আয়তনের জমিতে বেসরকারি শিল্পতালুক তৈরি করলে তবেই রাজ্য সরকার সেখানে রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ সহ প্রাথমিক পরিকাঠামো তৈরি করে দিত। সেটি কমিয়ে এখন ৫ একর করা হয়েছে। এখন থেকে ৫ একর জমিতে বেসরকারি শিল্পতালুক তৈরি করলেই সেই সমস্ত সুবিধাগুলি পাওয়া যাবে।

কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে উত্তরবঙ্গের শিল্পের উন্নয়নে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কিছুদিন পরই এই বৈঠকে আসা জাগিয়েছে শিল্প সংগঠনগুলির মধ্যে। সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে ১৫টি নতুন শিল্পতালুক তৈরি করা হতে পারে, জার মধ্যে ১০টি বেসরকারি ও পাঁচটি হবে সরকারি।

রায়গঞ্জ ও জম্পাইগুড়ির ডাবগ্রামে সরকারি উদ্যোগে দুটি টেক্সটাইল পার্ক তৈরি হচ্ছে। তারজন্য জমি হস্তান্তর সহ অন্যান্য পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই করা গিয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠক থেকে জানা গিয়েছে, প্রায় ৭০ একর

নবান্ন সূত্রের খবর, রায়গঞ্জ ও জলপাইগুড়ির ডাবগ্রামে সরকারি উদ্যোগে দুটি টেক্সটাইল পার্ক তৈরি হচ্ছে। তারজন্য জমি হস্তান্তর সহ অন্যান্য পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই করা গিয়েছে। রাজ্য সরকার কালিম্পংয়েও একটি ছোট শিল্পতালুক তৈরির জন্য জমি চিহ্নিত করার কাজ চালাচ্ছে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ক্রেডআই এর সভাপতি নরেশ আগরওয়াল বলেন, "উত্তরবঙ্গে আরও দুটি বড় সিমেন্ট কারখানা তৈরির ব্যাপারে আলোচনা অনেকটাই এগিয়েছে। শিলিগুড়ি শহরের সেবক রোডে দুটি বড় সংস্থা হোটেল তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। চিকিৎসা পরিষেবাতেও বেশ কিছু বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। রাজ্য সরকার আমাদের বেশিরভাগ প্রস্তাব ও পরামর্শ মেনে নিয়েছে। আমরা দু'সপ্তাহের মধ্যে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠকে বসব"।

গুন্ডা ট্যাক্সে জেরোবার আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার: গুণ্ডা ট্যাক্সের ঠেলায় অতিষ্ঠ আলিপুরদুয়ারবাসী। আলিপুরদুয়ারে জমি বা বাড়ি কিনতে বা বিক্রি করতে গেলেই দিতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের এই গুণ্ডা ট্যাক্স। অভিযোগ, এলাকার যে দাদারা এই গুণ্ডা ট্যাক্স নিচ্ছেন তাদের মাথায় রয়েছে শাসক দলের বড় নেতাদের হাত। শুধু তাই নয় গুণ্ডা ট্যাক্স আদায়কারী প্রত্যেকেরই কাছে আগ্নেয় অস্ত্র রয়েছে। এর ফলে শহরে বাড়ছে নানা অপরাধমূলক কাজ। উল্লেখ্য, কালী পুজোর রাতে এই জমি বিবাদকে কেন্দ্র করেই গুলি চলে আলিপুরদুয়ার শহরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত এফআইআর না হওয়ায় পুলিশের তরফ থেকে তেমন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক, সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, জমি কেনা-বেচার ডিল করে শাসক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতিরা। তাদের অনেকের কাছেই আগ্নেয় অস্ত্র আছে। চাহিদা অনুযায়ী টাকা না পেলেই বন্দুক দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে বিরোধীরা যাই বলুকনা কেন, জমি কেনা-বেচায় দলের কোন নেতাকর্মী জড়িত নয় বলেই তৃণমূলের দাবি। দলের আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বলেন, কোন বেআইনি কাজে আমরা কাউকে প্রশ্রয় দিইনা। আমাদের কেউ জড়িত আছে এমন প্রমাণ পেলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্য মন্ত্রীসভায় জায়গা পেলেন না উদয়ন গুহ

দিনহাটা: দিনহাটা উপনির্বাচনে জেতার পর থেকেই উদয়ন গুহর মন্ত্রীত্ব নিয়ে আশায় বুক বাঁধতে শুরু করেন কোচবিহারবাসী। মঙ্গলবার তথা ৯ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী সভায় বেশ কিছু রদ বদল করলেও ঠাঁই হল না উদয়ন গুহর। এতে স্বভাবতই নিরাশ কোচবিহারের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। উল্লেখ্য, দিনহাটা উপনির্বাচনে প্রায় ১ লাখ ৬৪ হাজারেরও বেশি ভোটে জিতেছিলেন তৃনমূল প্রার্থী উদয়ন গুহ।

একসময় কোচবিহার জেলা থেকে জিতে রাজ্য মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেয়েছিলেন কোচবিহারের একাধিক বিধায়ক। উদয়ন বাবুর বাবা কমল গুহ, বাম জামানায় দাপটের সঙ্গে মন্ত্রীত্বের দায়িত্বভার সামলেছেন। পরবর্তী কালে তৃণমূল জামানাতেও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর ও বন দফতরের মত গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন কোচবিহার জেলারই বিধায়করা। বর্তমানে মেখলীগঞ্জের জয়ী বিধায়ক পরেশ অধিকারি শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। কিন্তু পূর্ণ মন্ত্রীত্বের পদ থেকে বঞ্চিতই রইল উত্তরের পিছিয়ে পড়া জনপদ কোচবিহার।

এদিকে উদয়নবাবু মন্ত্রীত্ব না পাওয়ায় হতাশ জেলার শিল্প মহল। কোচবিহার বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সভাপতি রাজু ঘোষ বলেন, উদয়নবাবু এত বিপুল ভোটে জয়লাভ করায় আমরা আশায় বুক বেঁধেছিলাম যে তিনি মন্ত্রী হবেন। কিন্তু তা না হওয়ায় আমরা যথেষ্টই হতাশ। জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর প্রতি কোচবিহারবাসীর আস্থা আছে। তিনি সঠিক সময় কোচবিহারকে সঠিক মর্যাদা দেবেন। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

রাজনগর দর্পণ

কোচবিহার রেলওয়ে:

১৮৯৪ সালে কোচবিহার রাজ্য রেলওয়ে কোচবিহার শহরের বিপরীতে তোর্সার দক্ষিণ তীর থেকে পূর্ব বঙ্গ রেলওয়ের ট্র্যাকে অবস্থিত গিতলদহ স্টেশন পর্যন্ত একটি ২ ফুট ৬ (৭৬২ মিমি) প্রশস্ত ন্যারো গেজ রেলপথ নির্মাণ করে। তোর্সার উপর একটি সেতু নির্মিত হওয়ার পরে ১৯০১ সালে কোচবিহার শহরটি সংযুক্ত হয়। ১৯১০ সালে এটি ১০০০ মিমি (৩ ফুট ৩ ৩/৮ ইঞ্চি) প্রশস্ত মিটার গজে রূপান্তরিত হয়।

সমাজসেবায় পদ্মশ্রী পেলেন গাজোলের গুরুমা

পদ্মশ্রী কমলি সোরেন

গাজোল: পদ্মশ্রী পেলেন পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা বাগমার গ্রামের বাসিন্দা কমলি সোরেন। বাগমার গ্রামের বাসিন্দা হলেও আসলে তিনি থাকেন গাজোলের প্রত্যন্ত এলাকা কোটালহাটির আশ্রমে। সেখানে আদিবাসী সমাজে কমলি সোরেনের পরিচিতি গুরুমা হিসেবে। পদ্মশ্রী পাচ্ছেন গুরুমা, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই ৯ নভেম্বর সকাল থেকেই কোটালহাটির আশ্রমে ভক্তদের ভীড় জমে যায়। শুধু ভক্তরাই নয় আশ্রমে উপস্থিত হন গাজোল-১ পঞ্চায়েত প্রধান বিন্দু পুজোর মাল, উপপ্রধান কাজল কুণ্ডু সহ আরও অনেকে।

পরনে সাদা শাড়ি, গলায়ে কাঠের মালা, কপালে চন্দনের লম্বা তিলক। পঞ্চাশোর্ধে কমলি সোরেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে পদ্মশ্রী সম্মান নিচ্ছেন। টিভিতে গুরুমাকে সম্মানিত হতে দেখে গাজোলের কোটালহাটি আশ্রমে ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে মিষ্টিমুখ ও শুভেচ্ছা বিনিময়। উল্লেখ্য, বাগমারার বাসিন্দাদের কাছে তিনি কমলি সোরেন হলেও কোটালহাটির ভক্তদের কাছে তাঁর পরিচিতি গুরুমা হিসেবে।

পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা বাগমার গ্রামের আদিবাসী পরিবারের মেয়ে কমলি সোরেনের প্রথম বিয়ে হয় গাজোলের তালতলা গ্রামের বাসিন্দা শাওনা হেমব্রমের সঙ্গে। তিনি মারা যাওয়ায় কমলি জড়িয়ে পড়েন আশ্রমের কাজে। রাজেন সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শুরু করেন সমাজসেবামূলক কাজ। কাজের সুবাদে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শিষ্য। সমাজসেবামূলক কাজের স্বীকৃতী হিসেবে ২৫ জানুয়ারি পদ্মশ্রী প্রাপক হিসেবে গুরুমা কমলি সোরেনের নাম ঘোষণা করা হয়।

কমলিদেবির গুরুদেব রাজেন সাধু বলেন, কমলি পুরস্কার পাওয়ায় আমি খুব খুশি। দীর্ঘদিন ধরে সমাজ সেবার কাজ করছেন কমলি। খুব ভালো কাজ করছেন তিনি। গাজোল-১ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কাজল কুণ্ডু বলেন, গুরুমা কমলি সোরেনে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়ায় আমরা খুশি। গাজোলে পৌঁছানোর পর হাইস্কুল ময়দানে তাঁকে আদিবাসী প্রথায় বরণ করা হবে। এরপর শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে আশ্রম কোটালহাটি গ্রামে।

ডুয়ার্স উৎসব হোক চাইছে আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার: গত বছর করোনা পরিস্থিতির কারনে বন্ধ ছিল কোচবিহার রাসমেলা এবং আলিপুরদুয়ারের ডুয়ার্স উৎসব দুটোই। এবছর অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়ায় কিছু বিধিনিষেধ মেনে এবং ৫০ শতাংশ স্টল নিয়ে রাসমেলা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে কারণে ডুয়ার্স উৎসবও হোক, চাইছে আলিপুরদুয়ারবাসীরা।

কোচবিহারের রাসমেলায় গোটা মেলাজুড়ে চলবে করোনা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার এবং স্টলগুলিও ফাঁকা ফাঁকা করা বসানোর কথা বলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব কমিটি, রাজনৈতিক দলগুলি, সহ জেলার সাধারণ মানুষেরা ডুয়ার্স উৎসব আয়োজন করার দাবি জানাচ্ছে। তাদের কথায় "ছোট আকারে হলেও ডুয়ার্স উৎসব আয়োজিত হোক"। প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী এবিষয়ে বলেন, "সরকার এখন উৎসবে ছাড়পত্র দিচ্ছে। তাই আমরাও চাই, ডুয়ার্স উৎসব হোক। বাংলাদেশ, নেপাল সহ রাজ্যের ব্যবসায়ীরাও উৎসবের বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন"।

২০১৯ এর ডুয়ার্স উৎসবে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী সহ বিভিন্ন সেবাসমিতির তরফে প্রায় ১,০০০টি স্টল বসেছিল। উৎসবে প্রায় চার হাজার শিল্পী অংশ নিয়েছিল। মেলারপ্যারেড গ্রাউন্ড থেকে বিভিন্ন পর্যটন সংস্থা প্যাকেজ টুরের ব্যবস্থা করে। সরকারি বিভিন্ন স্টল থেকেও সরাসরি বিভিন্ন সুবিধার কথা জানতে পারেন। ১০ দিন ধরে চলা উৎসবে কয়েক লক্ষ মানুষ এসেছিল, প্রায় কোটি টাকার ওপরে বেচাকেনা হয় সেবছর। ফলে আলিপুরদুয়ার জেলায় অধিবাসীদের কাছে ডুয়ার্স উৎসবের অর্থনৈতিক দিক থেকেও একটি গুরুত্ব রয়েছে।

কামতাপুরি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি

শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ ও অসমে সদস্য অভিযানে নামতে চলছে কামতাপুর প্রগ্রেসিভ পার্টি (কেপিপি)। ৮ নভেম্বর শিলিগুড়িতে সাংবাদিক সম্মেলন করে কেপিপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এখানে দলের মুখপাত্র চন্দন সিংহ জানান, বর্তমানে পার্টির সদস্য সংখ্যা ৫০ হাজার। ১ ডিসেম্বর থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ও নিম্নঅসমে নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নামা হবে। আগামী দুই মাসের মধ্যে দলে নতুন করে একলক্ষ সদস্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কামতাপুরি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেপিপি। কামতাপুরি ভাষাকে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি বহুদিনের। গত লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি এই দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও এখনও তা পূরণ হয়নি। বৈঠকে কেপিপি'র সাধারণ সম্পাদক উত্তমকুমার রায় বলেন, "বিজেপি আমাদের দীর্ঘদিন ধরেই কামতাপুরি ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে এসেছে। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের আগেও আমাদের এই আশ্বাস দিয়ে ভোট নিয়েছিল বিজেপি। পরবর্তীতে লোকসভা, বিধানসভা ভোটেও বিজেপি একই আশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু এখনও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সংসদের আগামী শীতকালীন অধিবেশনে এই বিষয়ে বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার কোনও পদক্ষেপ না করলে আমরা অধিবেশন চলাকালীনই গণ আন্দোলনে নামব"।

শীঘ্রই এই দাবিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নামবে তাঁরা। সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলার সময় এই আন্দোলন করা হবে। প্রয়োজনে সড়ক ও রেললাইন অবরোধও করবে। তবে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে খুশি কেপিপি। রাজ্যের উদ্যোগে রাজবংশী ভাষা আকাদেমি তৈরি হয়েছে। তাদের আরও বিভিন্ন দাবি নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করবে বলে জানান। মুখ্যমন্ত্রী তাদের সমস্ত দাবিই পূরণ করবেন, আশাবাদী তাঁরা।

সূর্য নিয়ে গবেষণা করতে নাসা যাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের শৌভিক

আলিপুরদুয়ার: সূর্য নিয়ে গবেষণা করতে নাসা যাচ্ছেন শৌভিক বোস। নাসা ও লকহিড মার্টিনের যৌথ গবেষণায় যুক্ত হতে চলেছেন তিনি। বরাবরের কৃতি ছাত্র শৌভিকের এই কৃতিত্বে খুশি তাঁর পরিবার ও পরিচিতিরা।

আলিপুরদুয়ারের একটি ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স থেকে পাশ করে নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলতি বছরেই পিএইচডি সম্পূর্ণ করেন তিনি। এরপরই নাসা ও লকহিড মার্টিনের যৌথ গবেষণায় ডাক পান তিনি। সব কিছু ঠিক থাকলে নতুন বছরের শুরুতেই আমেরিকা পাড়ি দিচ্ছেন তিনি।

শৌভিক জানান, নতুন গবেষণাও পুরোপুরি সূর্য কেন্দ্রিক। মূলত সূর্যকণা থেকে পৃথিবীর কতটা ক্ষতি হতে পারে, কখন কতটা পরিমাণ সূর্য কণা বেরিয়ে আসতে পারে তা আগাম জানতে পারলে ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীর চারদিকে মানুষের তৈরি প্রচুর স্যাটেলাইট ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে সোলার ফ্লেয়ার বা সৌরঝড়-এর সময় সূর্যের মধ্যে বড়সড় বিস্ফোরণ হলে আচমকাই প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন ও প্রোটন কণা বেড়িয়ে আসে। এতে একসঙ্গে সব স্যাটেলাইটের ক্ষতি হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে মহাকাশ স্টেশন এবং সেখানে থাকা অ্যাস্ট্রোনটদেরও। এছাড়াও পৃথিবীর একটি বড় অংশের পাওয়ার গ্রিডের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর এমনটা হলে মাত্র ১ সেকেন্ডে ৩ ট্রিলিয়ন ডলার ক্ষতি হতে পারে

জানা গেছে, সোলার ফ্লেয়ার ও তার ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষণা চলছে বিশ্বব্যাপী। তবে এখনও সাফল্য অধরা। আলিপুরদুয়ারের কৃতী ছাত্র শৌভিক বোসকে ইতিমধ্যেই রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অফ লন্ডনের তরফে ২০২০ সালের মে মাসে কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এই ফেলোশিপের জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গবেষক হেলেন মাসোন তাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন।

তুফানগঞ্জে চলছে দুয়ারে পুরসভা

তুফানগঞ্জ: 'দুয়ারে পুরসভা' প্রকল্প চালু করেছে তুফানগঞ্জ পুরসভা। এখন শহরের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে শহরবাসী ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছে কি না খোঁজ নিচ্ছেন পুরকর্তারা। প্রাথমিকভাবে এলাকার রাস্তা মেরামত, পথবাতি ও পানীয় জলের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। তাই রাজ্যে পুরসভা নির্বাচনের আগে শহরের কিছু কিছু এলাকার রাস্তা সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ। এই বিষয়ে পুর প্রশাসক ইন্দ্রজিৎ ধর বলেন, "ইতিমধ্যে দুয়ারে পুরসভা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বাসিন্দাদের অভাব অভিযোগ শুনতে পুর কর্তৃপক্ষ বাড়িতে যাচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে তিনটি দাবি উঠে এসেছে। সেটা হলো পানীয় জল, রাস্তাঘাট এবং সড়ক বাতি"। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে জল প্রকল্প উদ্বোধন করে পরিষেবা চালু করা হয়েছে। রাস্তা সংস্কারের কাজও শুরু হবে।

'ট্রমা কেয়ার সেন্টার' পেতে চলছে কোচবিহার মেডিক্যাল

কোচবিহার: কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চালু করা হবে 'ট্রমা কেয়ার সেন্টার'। জানা গেছে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে এজন্য জমির বন্দোবস্ত করার প্রক্রিয়া চলছে। ১১ নভেম্বর মেডিক্যাল কলেজের কর্তাদের সঙ্গে প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকেরা কোচবিহারে জমির ব্যবস্থা করার বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেন। বিকল্প কোনও জায়গা পাওয়া যায় কিনা সেটিও দেখা হচ্ছে।

এখন কোচবিহার এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষদের দুর্ঘটনাগ্রস্ত আশঙ্কাজনক রোগীর চিকিৎসা পরিষেবার জন্য শিলিগুড়িতে যেতে হয়। কোচবিহার 'ট্রমা কেয়ার সেন্টার' গড়ে উঠলে এই সুবিধা এখানেই মিলবে। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি রাজীব প্রসাদ এবিষয়ে বলেন, "১০০ শয্যার একটি হাসপাতালের প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে। সেটাও ভবিষ্যতে ট্রমা কেয়ার সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যে কোন শহরেই ট্রমা কেয়ার সেন্টার দরকার। আমরা চাইছি কোচবিহারে তা গড়ে উঠুক"।

২৩ মাইলের শিব মন্দিরের পূজারি জঙ্গলেই সমাধিস্থ

আলিপুরদুয়ার: প্রায় দুই দশক ধরে রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গলে মহাদেবের উপসনা করতেন তিনি। মৃত্যুর পরও সেই জঙ্গলেই সমাধিস্থ হলেন ২৩ মাইলের শিব মন্দিরের সাধু বাবা। ১২ নভেম্বর রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গলে শিব মন্দিরের পূজারি ওই সাধুবাবার মৃত্যুর খবর জানাজানি হতেই ভক্তরা মন্দিরে জড় হতে থাকেন। সাধুবাবার ইচ্ছে অনুযায়ী তাঁকে ঐ শিব মন্দিরের সামনেই সমাধিস্থ করা হয়। টানা দুই দশক ধরে তিনি ওই শিব মন্দিরে পুজো করতেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই দুই দশকে কেউ তাঁকে কোনদিন ভাত, রুটি বা রান্না করা সবজি খেতে দেখেননি। ভক্তরা বলেন, সাধুবাবা, ফল, দুধ, সবজি খেয়েই বছরের পর বছর কাটিয়ে দিয়েছেন।

রাজাভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তীর পথে যেতে ২৩ মাইলে রয়েছে এই শিব মন্দিরটি। যেখানে সাধুবাবা পুজোপাঠ করতেন। এখানে বন দপ্তরের একটি ওয়াচ টাওয়ারও রয়েছে। ভক্তরা অনেকেই মন্দিরে পুজো দিতে যেতেন। তাঁরা ফল, বাতাসা, বিস্কুট, দুধ নিয়ে যেতেন। তা দিয়েই পুজো হত। ভক্তদের প্রসাদও দিতেন তিনি।

ভক্তরা জানান, সাধুবাবা বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তাই ভক্তরা তাঁকে দিল্লি নিয়ে যাচ্ছিলেন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু জঙ্গল থেকে বেরিয়ে চিকিৎসার জন্য দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, সাধুবাবার ব্যবহৃত স্টোভ, কফি তৈরির বাটিসহ অন্যান্য জিনিস সমাধিতেই রেখে দিয়েছেন ভক্তরা। সাধুবাবার মৃত্যুতে ১৩ নভেম্বর জঙ্গল সংলগ্ন পুষ্পবস্তি এলাকার দোকানপাট বন্ধ রাখেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

টুকরো খবর

আগাম প্রস্তুতি শুরু জেলা প্রশাসনের

আগামী অর্থবছরে কোচবিহার জেলা পরিষদে প্রায় ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথা রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত করার জন্য আগাম প্রস্তুতি শুরু করলো জেলা পরিষদ এবং জেলা প্রশাসন। ৮ নভেম্বর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য জেলা পরিষদে অর্থ কমিটির একটি জরুরি বৈঠক ডাকা হয়। বৈঠকে বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি উমাকান্ত বর্মন জানান, আগামি অর্থবর্ষে সব মিলিয়ে প্রায় ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথা রয়েছে, টাকা বরাদ্দ হওয়া সঙ্গে সঙ্গেই যাতে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় তার জন্য সমস্ত স্থায়ী কমিটিগুলিকে নিজের প্রকল্প জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মদনমোহন মন্দিরে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ

উত্তরবঙ্গ বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতির আয়োজনে ৮ নভেম্বর নিশিগঞ্জ মদনমোহন মন্দিরে মহাবিষ্ণু যজ্ঞ অনুষ্ঠিত করা হয়। নিশিগঞ্জ মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে ৪০০র বেশি ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে এই যজ্ঞ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, উত্তরবঙ্গ বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক উদয়শংকর দেবশর্মা, মদনমোহন মন্দির কমিটির সম্পাদক প্রদীপরঞ্জন রায়, অমল রায় প্রমুখ। আবহ থেকে মুক্তি লাভ ও সম্প্রীতির বাতাবরণ মজবুত করতে এদিনের এই বিষ্ণু যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছিল।

জলপাইগুড়িতে বসলো স্পিডোমিটার

জলপাইগুড়ি শহরে গাড়ির গতি ৪০ কিমি/ঘন্টার বেশি হলেই জরিমানা করবে পুলিশ। বেশ কিছুদিন ধরেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় অত্যধিক গতিতে গাড়ি ও মোটরবাইক চলাচলের অভিযোগ আসছিল। সেই অভিযোগেই শহরের পিডব্লিউডি মোড়ে ১২ অক্টোবর স্পিডোমিটার বসানো হয়েছে।

চালু হল 'হিম কন্যা'

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে চালু করল 'হিম কন্যা'। এই নতুন ট্রেনটি চলবে প্রত্যেক শনি ও রবিবার দার্জিলিং এবং কার্শিয়াঙের মধ্যে। ধসের জেরে শিলিগুড়ি দার্জিলিং টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ হয়ে আছে। তাই নতুন পরিষেবা চালু করে টয় ট্রেনকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার প্রচেষ্টা করছে রেলওয়ে।

বালাসনে বেলি সেতু

রাজ্য পূর্ত দফতরের তরফে জানানো হয়েছে আগামী ৩০ নভেম্বরই বালাসন সেতুতে বেলি ব্রিজের কাজ শেষ হবে বলে। তাতে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে আবার বালাসন সেতুতে বেলি ব্রিজের মাধ্যমে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এশিয়ান ২ দিয়ে যাতায়াত শুরু করা যাবে বলে দফতরের বাস্তুকারেরা মনে করছেন।

অর্থ মমতার, মন্ত্রী সভায় ঠাঁই হল না উত্তরবঙ্গের

কোচবিহার: মন্ত্রী সভার রদ বদলে বড় চমক পুলক রায়। প্রয়াত সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের শূন্য পুলক রায়ের নিয়োগ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ঝুলিতে যে পঞ্চায়েত মন্ত্রীর পদে পুলক রায়ের নাম লুকিয়ে ছিল তা কেউ টের পায়নি।

উত্তরবঙ্গ থেকে সদ্য নির্বাচিত উদয়ন গুহের মন্ত্রীত্ব পাওয়ার জল্পনাতেও জল ঢেলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী সভার এই রদবদলে তিনি নতুন কাউকে স্থান দেননি। এমনকি আরেক সদ্য নির্বাচিত সদস্য তথা প্রাক্তন শ্রম প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেনও আর মন্ত্রীত্বে ফিরতে পারলেনা। উদয়নকে নিয়ে উত্তরবঙ্গে তার ঘনিষ্ঠদের প্রত্যাশা আর পূরণ হলনা। বরং উত্তরবঙ্গ থেকে নির্বাচিত আরেক মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের আরও দায়িত্ব বাড়ালেন মমতা। এতদিন তিনি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। ৯ নভেম্বর মন্ত্রী সভা রদবদলের ফলে তাঁকে স্বনিযুক্তি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হল। ফলে এখনই আর উত্তরবঙ্গ থেকে কারও মন্ত্রীর হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

প্রত্যাশিত ভাবেই অর্থ দপ্তর নিজের হাতেতে রেখে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই ভাবে বিদায়ী অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রকে পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যদা দিয়ে রাজ্যের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পদে নিয়োগ আগে থেকে একরকম চূড়ান্তই ছিল। এই নিয়োগের ফলে অমিত মিত্রের মর্যাদা কার্যত মন্ত্রীর সমতুল্যই থাকছে। এব্যাপারে রাজ্যপালও তাঁর অনুমোদন পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে নবান্ন সূত্রের খবর, অসুস্থতার কারণে তিনি মন্ত্রীত্বে থাকতে রাজি নাহলেও ভবিষ্যতে তাঁকে দেশে-বিদেশে রাজ্যের প্রতিনিধি করে পাঠানো হতে পারে। উল্লেখ্য, তিনি এবার বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়াননি।

পার্থ চ্যাটার্জি, পুলক রায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ভুঁইয়া ও বেচারাম মান্নার গুরুত্ব বাড়ল। অর্থ দপ্তরের রাষ্ট্র মন্ত্রী হলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত মন্ত্রী হলেন পুলক রায়। তাঁর হাতে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরটিও আছে। ক্রেতা-সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন সাধন পান্ডে। তিনি অসুস্থ থাকায় এই দপ্তরটি এখন সামলাবেন মানস ভুঁইয়া। শিল্প মন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জিকে রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠনের দপ্তরটি দেওয়া হয়।

বিধানসভা সুত্রে জানা গেছে, যাঁরা মন্ত্রী হলেন এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব যাঁরা পেলেন সে ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে সব জানাতে হবে। তাঁর অনুমোদন পাওয়ার পরেই সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হবে।

কার দায়িত্বে কী রইল

পঞ্চায়েত
পুলক রায় (পূর্ণ মন্ত্রী)

ক্রেতা সুরক্ষা
মানস ভুঁইয়া (পূর্ণ মন্ত্রী)

স্বনির্ভর গোষ্ঠী
শশী পাঁজা (পূর্ণ মন্ত্রী)

মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অর্থ উপদেষ্টা
অমিত মিশ্র
(পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা)

এপিআই-কেপিপি জোটের সম্ভাবনা

শিলিগুড়ি: আগামী মহকুমা পরিষদের পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলছে আদি ভূমিসন্তান পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এপিআই)। নির্বাচনে কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়তে চায় এপিআই সংগঠনটি। ৮ নভেম্বর দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি ব্লকের কেলাবাড়িতে এপিআইয়ের উদ্যোগে একটি সাংগঠনিক সভায় এ ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে বলে এপিআইয়ের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি হরেকৃষ্ণ সরকার জানান।

সভায় উপস্থিত কেপিপি'র দার্জিলিং জেলা সভাপতি হিরেনচন্দ্র রায় জানান, কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে তাঁরা সভায় যোগ দিয়েছে। এপিআই জোটের প্রস্তাব দিয়েছে। দলের কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে পরবর্তীতে এই জোট সম্পর্কে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিবে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রচারে কোচবিহার

কোচবিহার: দেশ ও বিদেশের আয়ুর্বেদ চিকিৎসা আজ জনপ্রিয়তা লাভ করলেও কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের জেলা গুলোতে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা এখনো সেভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। তাই এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করতে এন এন রোডে আয়ুষ বিভাগের দপ্তরে আয়ুর্বেদের ক্লিনিক খুলেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ক্লিনিকে প্রতিদিন ৩০-৩৫ জন রোগী পরিষেবা নিচ্ছেন।

আয়ুষ বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার ডাঃ দেবব্রত তাঁ বলেন, বর্তমানে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিই বেশির ভাগ মানুষ ব্যবহার করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহারের সংখ্যাটাও অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় রোগীর সংখ্যা অনেক কম। প্রচারের অভাবেই উত্তরবঙ্গে পিছিয়ে পড়েছে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা। সেজন্য আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রচারে জোর দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর ও আয়ুষ বিভাগ।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন ধরে এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল বাদেও বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতাল এবং কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার পরিষেবা পাওয়া যেত। তবে এবার থেকে এন এন রোডস্থিত আয়ুর্বেদ ক্লিনিকে ছয়জন চিকিৎসক রবিবার বাদে প্রতিদিনই রোগী দেখেন। উল্লেখ্য, আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মাধ্যমে অনেক জটিল রোগ সারানো সম্ভব।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে বাড়ছে গাঁজার চাষ, দালালদের টার্গেট দুঃস্থ যুবরা

তুফানগঞ্জ: তুফানগঞ্জ-১ ব্লক জুড়ে বাড়ছে গাঁজার চাষ। বিভিন্ন গ্রামে টাকার লোভ দেখিয়ে গাঁজার চাষ করানো হচ্ছে। কম পরিমাণ জমিতে কম খরচে গাঁজার চাষ হচ্ছে। মূলত প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় বাড়ির উঠোনে এবং একফসলি জমিতে চলছে গাঁজার চাষ। কম সময় বেশি রোজগারের আশায় কম বয়সী ছেলেমেয়েরা এই চাষে যুক্ত হচ্ছে। সবকিছু দেখেও প্রশাসন চোখ বুজে রয়েছে বলে অভিযোগ।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকে মোট ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই চলছে গাঁজার চাষ। দালালরা গাঁজা চাষের জন্য মূলত টার্গেট করছে দুঃস্থদের। তারা প্রথমে বাড়ি বাড়ি ঘুরে দুঃস্থদের বেছে নিচ্ছে। তারপর পরিচিত কারও হাত দিয়ে তাদের গাঁজা চাষের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। এজন্য তাদের মোটা টাকার প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। প্রস্তাবে রাজি হলে তবেই নিদিষ্ট বাড়িতে গাছের চারা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। গাছের চারা বড় হওয়া থেকে গাছ কাটা পর্যন্ত দালালদের তীক্ষ্ণ নজর থাকে। মুলত ১৫-২০ হাজার টাকায় গাঁজা কিনে নেওয়া হয়। সাধারণত একটি গাছে ২-৪ কেজি ফসল পাওয়া যায়।

মারুগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের শোলাডাঙ্গা গ্রামের কানিবাড়িতে গেলে ছবিটা আরও স্পষ্ট হবে। কেউ কেউ বাড়িতে আবার কেউ কেউ রাস্তার পাশেই গাঁজা চাষ করছে। নাককাটিগাছ, অন্দরান, ফুলবাড়ি-১, দেওচড়াই, বলরামপুর-১ এবং ২ সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এই বেআইনি গাঁজা চাষ হচ্ছে। মারুগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান ধরনী কারজী অবশ্য বলেন, কে বা কারা কোথায় গাঁজা চাষ করছে তা তাঁর জানা নেই। এব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কেউ কোনও অভিযোগ জানায়নি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয়ও পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

ডুয়ার্সে শীতের আমেজে শুরু প্রজাপতি মেলা

ফাইল চিত্র

আলিপুরদুয়ার: ডুয়ার্স মানেই পর্যটকদের প্রিয় স্থান। আর ঠিক সেখানেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রজাপতিদের সাথে প্রকৃতির খেলা দেখার এক সুন্দর স্থানীয় দৃশ্য। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়াতে পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে প্রজাপতিদের মেলা দেখতে। রাজাভাতখাওয়া ও জয়ন্তীতে ঘুরতে আসা পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হয়ে উঠেছে এই প্রজাপতি পার্ক।

বনদপ্তর আধিকারিকদের মতে, করোনা পরিস্থিতির পর জঙ্গল খোলা হয়েছে এক মাস হল, আর এই সময়ের মধ্যেই প্রচুর পর্যটক প্রজাপতি পার্কে এসেছেন। এখনও পর্যন্ত ৪০০ প্রজাতির প্রজাপতি দেখতে পাওয়া গেছে বক্সার ঘন জঙ্গলে। তার মধ্যে রাজাভাতখাওয়াতে দেখা গেছে ৫০টির মতো পৃথক প্রজাতির প্রজাপতি। প্রকৃতি প্রেমিকরা বেজায় খুশি ও আনন্দিত এই মনোরম দৃশ্য দেখে।

বনদপ্তর সূত্রে খবর এই পার্কে বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতির ছবি আর পর্যটকদের জন্য সেলফি জোন করা হবে। 'নেচার মেটস নেচার' ক্লাবের তত্বাবধানে ২০১৭ সালে তৈরি হয় রাজাভাতখাওয়ার এই প্রজাপতির পার্ক। এই পার্কের স্থান উত্তরবঙ্গের মধ্যে দ্বিতীয়। বনদপ্তরের সহযোগিতায় 'নেচার মেটস নেচার' ক্লাব বর্তমানে উত্তরবঙ্গে তিনটি প্রজাপতি পার্ক সক্রিয় রেখেছে। গোরুমারার রামসাই ও রায়গঞ্জের কুলিকে আছে বাকি দুটি।

আসলে প্রজাপতিদের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষনে। বক্সার ঘন জঙ্গলে দেখা যায় কমন বার্ড উইং, স্ট্রাইপ টাইগার, গ্রেট এগফ্রাই ও ব্লু টাইগার এর মত বিভিন্ন প্রজাতির প্রজাপতি। রাজাভাতখাওয়া প্রজাপতি পার্কের দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা তন্ময় সেনগুপ্তের কথায় কোভিডের কারনে বর্তমানে ল্যাবরেটারি থেকে প্রজাপতি ছাড়া বন্ধ রয়েছে। পরিস্থিতি আরও কিছুটা স্বাভাবিক হলে ল্যাবরেটারি থেকে প্রজাপতি পার্কে ছাড়া হবে। এই পার্কে যাতে আরও বেশি পর্যটকদের আগমন ঘটে তার জন্য প্রজাপতি পার্কটির উন্নয়নে অসংখ্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বনদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, অত্যাধিক শীতে পার্কে প্রজাপতির সংখ্যা কম হতে থাকবে।

কোচবিহার পুরভোটে তৃণমূলের সেনাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক

কোচবিহার: কোচবিহার জেলার দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে জয়ের পর আগাম পুরসভার নির্বাচন নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে তৃণমূল। ৮ নভেম্বর কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল জেলা সভাপতি গেরীন্দ্রনাথ বর্মন জানান, দলের কোচবিহার শহর ব্লক সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ওরফে হিপ্পিকে সেনাপতি করে ভোটে লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর নেতৃত্বে দল নির্বাচনে ঝাপাবে।

দলের তরফে এরকম ঘোষণার পর সরগরম কোচবিহারে। শহরজুড়ে জল্পনা চলছে, আগামিতে চেয়ারম্যান হিসেবে তৃণমূল থেকে অভিজিৎ দে ভৌমিককে তুলে ধরা হবে। যদিও গেরীন্দ্রনাথ বর্মন এবিষয়ে কোন খোলাসা বা মন্তব্য করেননি। তবে অভিজিৎ বাবু

ছবি: অভিজিৎ দে ভৌমিক

বলেছেন দল চাইলে তিনি পুর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

অন্যদিকে অভিজিৎকে পুরসভার নির্বাচনের সেনাপতি ঘোষণা করার পর তৃণমূল দলের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ বাড়বে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। অভিজিৎ-এর সঙ্গে দলের শুভজিৎ কুণ্ডুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কারোর কাছে লুকিয়ে নেই। যদিও এই সব কথা উড়িয়ে দিয়ে অভিজিৎ বলেন, "দলে কোনও গোষ্ঠীকোন্দল নেই। যাকে ভালো মনে করেছে তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছে"। পুরসভা ভোটে প্রার্থীর হওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দল যদি মনে করে তাহলে আমি অবশ্যই ভোটে লড়ব। জেলা সভাপতি যেভাবে নির্দেশ দেবেন সেভাবেই আগামী দিনে কাজ শুরু হবে"।

উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের হয়ে মাত্র চার হাজারের কম ভোটে হেরে গিয়েছিলেন তিনি। এর পর তাঁকে জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি থেকে তৃণমূলে কোচবিহার শহরের ব্লক সভাপতি করা হয়। এবাই নতুন দায়িত্ব পেয়ে কোচবিহারের পুর ভোটে দলকে ভালো ফল করিয়ে দলের মধ্যে নিজেকে ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর বর্তমান লক্ষ্য।

সম্পাদকীয়

দুয়ারে রেশন

ফের রাজ্যজুরে চালু হচ্ছে দুয়ারে রেশন। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন ১৬ নভেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে দুয়ারে রেশন চালু হবে। প্রায় ১০ হাজার রেশন ডিলারদের নিয়ে এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রাজ্যের খাদ্য ও বন্টন বিভাগ এই বিষয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছে।

মনে করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে উপকৃত হবেন রাজ্যের সাধারণ নাগরিকেরা। সঙ্গে তৈরি হবে অনেক নতুন কর্ম সংস্থানও। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে যাদের সব থেকে বড় ভূমিকা থাকার কথা, তাদেরই একাংশ এবিষয়ে খুশি না। দুয়ারে রেশন নিয়ে বারবার আপত্তি করেছেন রেশন ডিলারদের একাংশ। এর জন্য আদালতের দারস্তও হয়েছিলেন তাঁরা। যদিও আদালত তাদের আবেদন নাকচ করে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বরে যে সব ডিলাররা পাইলট প্রজেক্টের মাধ্যমে এই প্রকল্পে অংশ গ্রহন করেছিল তারা জানিয়েছিলেন কাজ করতে গিয়ে নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাদের। বাড়িতে রেশন নেওয়ার ব্যাপারেও অনেক গ্রাহকরাও অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়াও দুয়ারে রেশনে রয়েছে ডিলারদের বাড়তি খরচ। যদিও এরই মধ্যে প্রতি কুইন্টালে ৫০ টাকা কমিশন বাড়িয়েছে রেশন ডিলারদের সংগঠন। ডিলারদের একাধিক বক্তব্য থাকলেও রাজ্য এই প্রকল্প শুরু করতে তৎপর, রাজ্য চাচ্ছে এখনই প্রকল্পটি শুরু করে পরে এর সব ভুল ত্রুটিগুলি ঠিক করে নিতে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ মনসুর হাবিবুল্লাহ
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

নাগরের জলে

বিনীতা সরকার

নাগরের টলটলে জলে
ভেসে যায় স্বপ্নীল মেঘেরা
ভেসে যায় পুরাতন ইতিহাস কথা
আদিগন্ত খোলামেলা বাতাসের প্রেমালাপ
মনু মাঝির ভাটিয়ালির সুরের মূর্ছনায়
ঢেউ ওঠে নদীর তরঙ্গায়িত বুকে
মানুষের দুঃখ-সুখের জীবনগাথা বুকে নিয়ে
নাগর বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে দিনের পর দিন
মাসের পর মাস,বছরের পর বছর
বিরতিহীন সেই চলায়
ক্রমশ মিশে যেতে থাকি আমি
মিশে যেতে থাকে আমার যাবতীয়

নাগর জানে মনের সব গোপন কথা
ফেলে আসা শৈশব স্মৃতি,লুকোনো আবেগের ঢেউ,দুঃখ সুখের
আলাপন,সময়ের অভিঘাত সব
নাগর চেনে সব গোপন ব্যথাদের
সে ছুঁয়ে দিলেই মন শীতল হয়ে যায়
তাঁর কোনো চাওয়া নেই,অভিমান নেই,ক্লান্তি নেই
নিরুদ্বেগ সে চলায়

আমার মনের দুকূল ছাপিয়ে সে বয়ে যায়
ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে সে বয়ে যায়
আর নাগরের স্নিগ্ধ জলে মন ডুবিয়ে
সারা বিকেল একা পাড়ে বসে আমি
গেয়ে চলি অন্তহীন ভালোবাসার গান।।

প্রবন্ধ

নীরব অনুভূতি

....সান্তোষ কুমার দে সরকার

খাবার টেবিলে বসে বিজন স্ত্রী দীপালির উদ্দেশ্যে বলল- আজ আশ্বিন মাসের ক'তারিখ? কেন বাংলা তারিখের হিসাব করছ কেন? ষোলো। বলল দীপালি। না এমনিই।

ছেলের কথা মনে পড়েছে বুঝি? আরও আট দিন আছে, ন'দিনের মাথায় ছেলে আসবে। ছাব্বিশ তারিখে মহালয়া মহালয়ার দিন থেকে রূপমের কলেজ ছুটি। বিজন বাবুর একমাত্র ছেলে রূপম। বিহারের এক কলেজে অধ্যাপনা করে। ভ্যাকেশন না হলে সচারচর বাড়ি আসতে পারে না। এদিকে রোজ খাবার সময় বাপ-মার ছেলের কথা মনে পড়ে। মা কষ্ট পাবেন ভেবে বিজনবাবু মুখ ফুঁটে কিছু বলেন না। দীপালি প্রায় দিনই খেতে বসে বলে, ছেলেটা যে আজ কি দিয়ে খেলো! হোটেলের রান্না, এক দিনও বোধহয় বাছা আমার পেট ভরে খায় না। বিজন বাবু কিন্তু আজ ছেলের কথা ভেবে তারিখের কথা বলেন নি। বিজন বাবু দেখলেন পাখার সুইচটা না দিয়েই দীপালি খেতে বসেছে। গরমের দিনে পাখা না চালিয়ে খেতে দীপালির কষ্ট হয়। মুখে কিছু বলে না, মনে মনে বিজন বাবুর উপর রেগে যান। মাসখানেক পর গরমটা আর থাকবে না, কিন্তু বিজন বাবুর আবার উল্টো, বাতাসে ভাত না কি ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যায়। খেতে কষ্ট হয়। হবেই না কেন? মাড়ির দাঁত তো বছর পাঁচেক আগেই তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছে। তখন তাঁর বয়স ষাটও পুরো হয়নি। এসময় পাশের বাড়ির মাসিমা বৌমা বলে ডেকে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন_ কি দিন-কাল পড়েছে গো, আশ্বিন যেতে বসলো কিন্তু গরমের জন্য আর বাঁচি না বাপু!

বিজন বাবু উঠে পাখার সুইচটা অন করে দিয়ে আসতেই মাসিমা বললেন, তোমরাও দেখছি তোমাদের মেসোর মতো, গরমই হ'ক উনি খেতে বসে ফ্যান চালাবেন না। ভাত নাকি ঠান্ডা হয়ে শক্ত হয়ে যায়। আমি কিন্তু বাপু গরমের দিনে ফ্যান না চালিয়ে খেতে পারি না।

বিজন বাবু ও দীপালি একয়ে অপরের চোখে চোখ রেখে মিট মিটিয়ে হাসে।

গল্প

সেই সাধের ছাদটা

....অনন্যা পোদ্দার

তুহিনের সাথে আমার যখন বিয়ে ঠিক করেন আমার বাবা, তখনই আমার এ বিয়েতে আপত্তি ছিল। কারণ, তুহিন আর আমি স্বভাবে, চরিত্রে, মানসিকতায় সম্পূর্ণ বিপরীত। তুহিনের বেশ বড়ো প্রমোটিংয়ের ব্যবসা, এলাকায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি, সাথে অনেক অর্থ। আমার বাবার একসময়ের বন্ধু ছিলেন তুহিনের বাবা। কিন্তু বেশ অনেকদিন হয়েছে তিনি গত হয়েছেন। কিন্তু তুহিনের পরিবারের সাথে আমার বাবার বেশ সুসম্পর্ক ছিল।

সেই সুসম্পর্কের সূত্র ধরেই আমার বাবা তুহিনের সাথে আমার বিয়ে ঠিক করেন। আমি তখন সদ্য স্কুলে চাকরি পেয়েছি। চাকরির সাথে বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। আমার জীবনের একটা বড়ো অংশ ছিল নাচ। আমার শান্ত জীবনের ঘেরাটোপে আমি খুব সুখী ছিলাম। কিন্তু তুহিন আমাকে বিয়ে করার প্রথম শর্ত দিয়েছিলো, "নাচ ছাড়তে হবে তোমাকে"।

আমি আঁতকে উঠেছিলাম তুহিনের শর্তে। বাড়িতে ফিরে মাকে বলেছিলাম, "এখানে আমার বিয়ে দিও না মা, আমি মরে যাবো"।

বাবা শোনেননি আমার কথা। আমার মতো একটি শান্ত, চুপচাপ থাকা মেয়েকে তুলে দিলেন তুহিনের মতো উড়নচন্ডী, একগুঁয়ে, জেদী, বদমেজাজি একটি ছেলের হাতে।

বড়োলোক স্বামী কপালে জুটলে মেয়েদের যেমন সুখ আসে, আমার জীবনেও সেরকম সুখ এলো। বাড়িতে তিনটে কাজের লোক, আলমারি ভর্তি শাড়ী, লকার ভর্তি গয়না,বরের দেওয়া আমার জন্য নিজস্ব গাড়ি..... সব আছে আমার। নেই শুধু প্রাণ খুলে বাঁচার স্বাধীনতা।

তুহিন যেভাবে জীবনটাকে চালাতে বলে, আমি ঠিক সে ভাবেই নিজের জীবনে বেঁচে থাকি। দামী শাড়ী পরলে সন্তর্পনে পরতে হয়, যদি শাড়িটা ছিঁড়ে যায় বা কাদা লেগে যায়, তবে তো তুহিনের তির্যক, তীক্ষ্ণ ভাষার তীর থেকে আমার আত্মসম্মানকে কোনোভাবেই বাঁচানো যাবে না। ওর পছন্দের শাড়ী, ওর পছন্দের গয়না, ওর পছন্দের বেড়ানোর জায়গা, ওর পছন্দ মতো সিনেমা, ওর পছন্দ মতো গান.... সব ওর পছন্দ মতো, আমি ওর পছন্দে আড়াল হয়ে যেতে থাকলাম একটু একটু করে।

এরই মধ্যে গুনগুন এলো আমার জীবনে। বিয়ের আগে তুহিনের যে চরিত্রটার পরিচয় পেয়েছিলাম না, বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই সে পরিচয়ও পেয়ে গেলাম। আমাকেও তুহিনের জেদের সামনে বেশ কিছু বার মদ্যপ হতে হয়েছে।

আমার মা আমার করুণ অবস্থা দেখে বাবাকে বলেছিলো একবার, "তুহিনকে একটু বোলো না গো, মনাকে যেন এসব খেতে জোরাজুরি না করে!!"

আমার বাবা একগাল হেসে বলেছিলেন, "এখন এসব স্টেটাস, মাঝে মধ্যে একটু আধটু খেলে কিছু হয় না"।

আমি বুঝেছিলাম, সিংহের থাবা থেকে হরিনের মুক্তি নেই। কিন্তু আমি যখন আরেকটি হরিনের জননী হলাম, তখন একটু চোয়াল শক্ত করার চেষ্টা করলাম। শুরু হোলো অত্যাচার। তুহিনের মা নিশ্চুপ, নীরব। আমি বুঝতে পারছিলাম না, উঁনার ছেলের প্রতি সমর্থন আছে, নাকি উঁনি ছেলেকে ভয় পান।

গুনগুন যখন একটু বড়ো হওয়ার পথে, তখন বাবা সম্পর্কে মনের মধ্যে ভয় পুষতে শুরু করলোও। আমি যতক্ষণ স্কুলে থাকি, ততক্ষন আয়া, ঠাকুমা, বাবা কারোর কাছেই নিরাপত্তা পায় না গুনগুন। আমার ওইটুকু মেয়ে যেন ভয়ের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে থাকল। আমি তবুও সংসার করার চেষ্টা করে গিয়েছি। কারণ, আমার মাথার উপর বাবা নামক ছাদটি বহুদিন আগেই কেড়ে নিয়েছিলেন আমার বাবা।

কিন্তু শেষ রক্ষা হোলো না আমার চেষ্টার। একদিন গুনগুন আমার নাচের ঘুঙুরগুলো পায়ে পরে নাচ করছিলো আপন মনে। তুহিন সেটা মানতে পারেনি। ওই টুকু মেয়ের গায়েই হাত তুলে দিয়েছিলো।

আমি আর অপেক্ষায় থাকিনি নিজের ধৈর্য্য পরীক্ষার। সেদিনই গুনগুনকে নিয়ে স্বামীর ছাদ পরিত্যাগ করেছিলাম। আমার বাবা আমাকে জায়গা দেননি তাঁর ঘরে, তাঁর মতে তাঁর জামাইয়ের কোনো দোষ নেই। আমিই নাকি মানিয়ে চলতে পারিনা। নিশ্চিত নিরাপত্তা পেতে গেলে নাকি জীবনের সাথে এটুকু মানিয়ে চলতেই হয়!!

আমি কিছু প্রতিবাদ করিনি আমার বাবার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে মেনে চলা পুরুষ এর চেয়ে যে বেশি কিছু ভাবতে পারবেন না, সেটা আমার জানা হয়ে গিয়েছিলো। তাই, কিছু ঘন্টার জন্য গুনগুনকে মায়ের কাছে রেখে ভাড়াবাড়ি খুঁজতে বেরোলাম। আমার সঙ্গে অবশ্য একজন পুরুষকে পেয়েছি আমি, সে আমার থেকে তিন বছরের ছোটো, আমার ছোটো ভাই।

ভাড়াবাড়ি ঠিক করে সেদিনই মেয়েকে নিয়ে নিজের একটা আস্তানা তৈরি করি, যদিও সেটা পাকাপাকি কিছু ছিল না।গুনগুন বলেছিলো, "মাম্মাম, এটা কি আমাদের বাড়ি??"

আমি গুনগুনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, "না মাম্মাম, এটা আমাদের ভাড়াবাড়ি। আর কিছু দিনের অপেক্ষা,, তারপরেই আমাদের একটা নিজেদের ছাদ হবে"।

গুনগুনকে বললাম বটে, তবে সেই সাধের ছাদের অপেক্ষার অবসান কবে হবে জানতাম না আমি। শুধু গুনগুনের মন আর আত্মবিশ্বাসকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করতে ওকে নাচের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলাম। নাচের তালের মূর্ছনায় যখন আমার শরীরটাও তাল দিতে শুরু করলো, তখন বুঝলাম, আমার ভালো থাকার এখনও কিছু বাকি আছে।

তাই নিজেকে ফিরে পেতে মেয়ের নাচের সঙ্গী হলাম, ভর্তি হলাম আমিও। আমাদের সুখের দিন আসতে শুরু করলো। আমার মেয়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভীত সত্তাটা আস্তে আস্তে মেয়ের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকলো।

আমাদের জীবনে সুখের অপেক্ষার ব্যবধান একটু একটু করে হ্রাস হচ্ছে। অপেক্ষা শুধু এখন নিজেদের একটা সাধের ছাদের। গুনগুন আমাকে প্রায়শই বলে, "মাম্মাম, আমাদের নিজেদের ছাদ কবে হবে??"

স্বামীর ছাদ, বাবার ছাদের তল থেকে বেরিয়ে এসেছি পাঁচ বছর হয়ে গেছে। আলাদা জীবন শুরু করার পরে আমার সাথে আমার মা, ভাই দেখা করতে আসতো, কিন্তু হালে এখন আমার বাবাও আসেন। ফিরতে বলেন তাঁর ছাদের তলায়।

কিন্তু আমি ফিরিনি। বরং, নিজের ছাদের ব্যবস্থা করেছি আমি। বিগত কয়েক বছরের সঞ্চয়, আর ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে আমার আর গুনগুনের মাথার উপর ছাদ কিনেছি আমি। অনেক উপেক্ষাকে পিছনে ফেলতে পেরেছি শুধু মাত্র সামনে অপেক্ষার আহ্বান ছিল বলে।

আজকাল তুহিনও আসে মাঝে মধ্যে গুনগুনের সাথে দেখা করতে। কিন্তু ব্যস ওইটুকুই ওর পরিসীমা। আমার আর গুনগুনের ভালোবাসার ছাদের নিচে তুহিনের আর কোনো জায়গা নেই। আমাদের সাধের ছাদ আমাদের মা মেয়েকে ভালোবাসার আর ভালো থাকার সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে শিখিয়েছে। সেই শিক্ষায় আর কাউকে হস্তগত করতে দেবো না আমরা।।

তুফানগঞ্জের বারোকোদালির ভাওয়াইয়া হাবে ঢোল শিক্ষার পাঠ্যক্রম

কোচবিহার: ভাওয়াইয়া সঙ্গীত আকাদেমী ও পরিষদের উদ্যোগে শুরু হল দেশি ঢোল শিক্ষার পাঠ্যক্রম। উত্তর-পূর্ব ভারতে দেশি ঢোল শিক্ষার পাঠ্যক্রম এই প্রথম। এটি একটি পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স। সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশি ঢোলকে ভাওয়াইয়ার পাশাপাশি অন্যান্য লোকসঙ্গীতের মধ্যে আরও জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভাওয়াইয়া হাব অর্থাৎ পরিষদের মূল কেন্দ্র ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে ছড়িয়ে থাকা পরিষদ অনুমোদিত ২৮টি কেন্দ্রে শুরু হয়েছে দেশি ঢোলের ডিপ্লোমা কোর্স।

জানাগেছে অতি সম্প্রতি পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি বইও প্রকাশ করা হয়েছ। এছাড়া দূরদূরান্তের শিক্ষার্থীদের জন্য চলছে ভিডিওগ্রাফির কাজ। করোনা পরিস্থিতিতেও নতুন উদ্যোমে কাজ চলছে তুফানগঞ্জ বারোকোদালির ভাওয়াইয়া হাবে। পুরোদমে চলছে কর্মশালা ও বিকিকিনি। পরিষদের কর্ণধার, অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার বর্মন এবং ঢোলক ধনঞ্জয় রায়ের যৌথ

উদ্যোগে প্রকাশিত বইয়ের নাম 'দেশি ঢোল শিক্ষা'। প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসেরও প্রস্তুতি পর্ব চলছে।

ফাইল চিত্র

শিল্পী তথা হাবের প্রশিক্ষক ধনঞ্জয় রায়, পঙ্কজ বর্মন, বাবণ বর্মন, মিনতি রাভা সহ আরও বেশ কিছু উদীয়মান শিল্পীর বাজনা উঠে আসছে ভিডিওটিতে।এই কাজের মূল উদোক্তা জয়ন্ত কুমার বর্মনের দাবি উত্তর-পূর্ব ভারত তথা সারা ভারতে পাঠ্যক্রম অনুযায়ী ডিপ্লোমা কোর্সসহ দেশে ঢোল শিক্ষার উদ্যোগ আমরাই সর্বপ্রথম নিয়েছি।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি এই হাবের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই হাবের জন্য ১ কোটি টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে। ভাওয়াইয়া সঙ্গীত আকাদেমী ও পরিষদের উদ্যোগে এটি গড়ে তুলেছে রাজ্য খাদ্য ও গ্রামীণ শিল্প পরিষদ যার সরকারি নাম রাজবংশী হেরিটেজ ইন্টারন্যাশন্যাল মিউজিয়াম।

শিক্ষামূলক ভিডিও বানিয়ে সিলভার প্লে বটন

রায়গঞ্জ: অভাবের সংসারে রিকশা চালিয়ে কোনোমতে ছেলেকে এম, বিএড পড়িয়েছেন। ভেবেছিলেন সরকারি স্কুলে ছেলের ভালো চাকরি হবে। কিন্তু বছর বছর এসএসসিতে নিয়োগ না হওয়ায় সেই আশা আজ দূরস্ত। কিন্তু তাতেও হাল ছাড়েননি তিনি, মনে মনে বুনে গিয়েছেন শিক্ষকতার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন স্কুলে গিয়ে পূরণ না হলেও পূরণ হয়েছে ইউটিউবের মাধ্যমে। করোনা আবহে শিক্ষা মূলক ভিডিও বানিয়ে নজর কেড়েছেন রায়গঞ্জের রিকশা চালকের ছেলে রবি। তাঁর চ্যানেলের এখন লক্ষাধিক সাবসক্রাইবার। ইউটিউব থেকে পেয়েছেন সিলভার প্লে বন্টন সম্মান।

শিক্ষকতার চাকরি না মেলায় টিউশনি পড়িয়ে কোনমতে সংসারের অভাব দূর করার চেষ্টা করছিলেন রবি। কিন্তু করোনা আবহে টিউশনিও বন্ধ হয়ে যায়। তাই অগ্যতা ইউটিউবকেই হাতিয়ার করেন রবি। রোজ নিয়ম করে শিক্ষা মূলক ভিডিও বানিয়ে নিজস্ব চ্যানেলে পোস্ট করেন রবি। এভাবে একজন, দুজন করে সাবসক্রাইবার এক লক্ষে পৌঁছে যায়। এদিকে সাবসক্রাইবারের সংখ্যা বাড়ায় ইউটিউব থেকে শুরু হয় মাসিক সম্মান।

এদিন রায়গঞ্জের ইন্দিরা কলোনির টিন ঘেরা অন্ধকার ছাউনিতে গিয়ে দেখা গেল, ঘরের মধ্যে দুটি কাঠের চৌকি রয়েছে। একটিতে রয়েছে বইপত্র অন্য

সিলভার প্লে বন্টন হাতে রবি

চৌকিতে রয়েছে কম্পিউটার। চৌকিতে বসেই ইউটিউবের কাজ করছেন রবি। তিনি বলেন, বাবা খুব কষ্ট করে রিকশা চালিয়ে পড়িয়েছেন। সরকারি চাকরির চেষ্টার পাশাপাশি প্রাইভেট টিউশনি করি। কিন্তু করোনা আবহে একদিকে যেমন টিউশনি বন্ধ হয়ে যায় তেমনি অপর দিকে রিকশায় যাত্রী না মেলায় আয়ও কমতে থাকে। পরিবারের মাসিক আয় প্রায় শূন্য হয়ে যায়। এই অবস্থায় চ্যানেল খুলে ইউটিউবে ভিডিও ছাড়ার কথা মাথায় আসে। এছাড়াও বাড়িতে বসেই অনলাইনে ইংরেজি প্রশিক্ষণের ক্লাসও শুরু করি। প্রথমে নিজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুরু করি। প্রায় ১৯ মাস ধরে ইউটিউবে চ্যানেলে ইংরাজী গ্রামারের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাসও শুরু করেন রবি। বর্তমানে, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ত্রিপুরা, আসাম এবং বাংলাদেশ থেকেও অনেকে ইউটিউবের মাধ্যমে রবির ক্লাস করেন।

প্রতিকূলতাকে জয় করে আইআইটি মুম্বাইতে অয়ন

আলিপুরদুয়ার: জীবন মানেই যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধকে জয় করে চলার পথে যারা এগিয়ে যাবে দিনের শেষে তারাই হয়ে ওঠেন বাস্তব জীবনের হিরো। আলিপুরদুয়ারের অয়ন মল্লিকের কাহিনী অনকটা এমনই। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অঙ্কে ফেল করা অয়ন চলতি বছরে আইআইটি মুম্বাইতে অঙ্ক নিয়ে ব্যাচেলার অফ সায়েন্সে ভর্তির সুযোগ পেল। উল্লখ্য, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অয়ন অঙ্কে ১,২-র বেশি নম্বর পায়নি। সেই অয়নই আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে যথাক্রমে ৯৯ ও ৯৮ নম্বর পেয়ে সবাইকে তাক লগিয়ে দিয়েছে।

অয়ন মল্লিক

ছেলের এই সাফল্যে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি মা আরতি সরকার মল্লিক। কিন্তু ছেলের ভর্তির খরচ থেকে টিউশন ফি-র টাকা কিভাবে জুটবে, তা নিয়ে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে। অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় বাবা জয়দেব মল্লিকের মৃত্যু হয়। বাবার গ্যারাজ ছিল। রোজগারও ভালোই হত। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর সেই গ্যারাজ ভাড়া দিয়ে সাড়ে তিন হাজার টাকায় দুই সন্তানের লেখাপড়াসহ সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যান আরতি মল্লিক। বড় মেয়ে আরতি মল্লিক আলিপুরদুয়ার কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। সেও অঙ্কে অর্নাস নিয়ে পড়ছে।

অয়ন জানায়, অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত গুণ, ভাগ কিছুই বুঝতামনা। নবম শ্রেণিতে উঠে আমার জেদ চেপে যায়, যে করেই হোক অঙ্ক শিখতেই হবে। এরপর এক শিক্ষকের সাহায্য পেয়ে অঙ্ক অনেক সহজ মনে হতে থাকে। অয়ন বলে, বাবার মৃত্যুর পর সংসার চালাতে গিয়ে মাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। নিজের স্টাইপেন্ডের টাকা জমিয়ে সেই টাকায় অনলাইন কোচিং ক্লাস করেছি আইআইটি'তে সুযোগ পাওয়ার জন্য।

আরতি দেবী বলেন, ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনে অনেক কিছুই হয়তো দিতে পারেনি। ওদের বাবার মৃত্যুর পর দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। দুই সন্তান আমাকে কথা দিয়েছিল ভালো করে লেখাপড়া করে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবে। সেই পথেই দুই ছেলেমেয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

মডেল অ্যাক্টিভিটি কম্পাইলেশনের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মূল্যায়ন

নাগরাকাটা: প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের এবছর মডেল অ্যাক্টিভিটি কম্পাইলেশনের মাধ্যমে সমষ্টিগত মূল্যায়ন হবে। একই পদ্ধতিতে মূল্যায়ন হবে নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদেরও। এতদিন ধরে পড়ুয়াদের মাসে মাসে মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দেওয়া হচ্ছিল। এর বদলে এ মাসে মডেল অ্যাক্টিভিটি কম্পাইলেশন দেওয়া হবে। এনিয়ে বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন পত্র তৈরি করেছে রাজ্যের স্কুল সিলেবাস কমিটি। নভেম্বর মাসে মিড-ডে মিলের সামগ্রীর সঙ্গে ওই কম্পাইলেশনও প্রতিটি পড়ুয়ার অভিভাবকদের হাতে তুলে দিতে বলা হয়েছে। উত্তর লেখার পর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রতিটি স্কুলকে সেই কম্পাইলেশন জমা দিতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা মুল্যায়নপত্র দেখে নম্বর দেবেন। ১৬ নভেম্বর থেকে নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদের পঠনপাঠন শুরু হয়ে যাওয়ায় তারা স্কুল থেকে সরাসরি ওই কম্পাইলেশন হাতে পাবে। সূত্রের খবর, এবার থেকে এই মডেল অ্যাক্টিভিটি কম্পাইলেশনকেই ফাইনাল পরীক্ষা হিসেবে ধরা হবে। সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার জানিয়েছেন, সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই এই মডেল অ্যাক্টিভিটি কম্পাইলেশন তৈরি করা হয়েছে। এর মাধ্যমেই সমষ্টিগত মূল্যায়ন হবে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির আহ্বায়ক অঞ্জন দাস। তাঁর বক্তব্য প্রাইমারি স্কুল এখনও খোলেনি। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল খুলেছে। বাকি পড়ুয়াদের কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলার শিক্ষা পোর্টালে ইতিমধ্যেই মুল্যায়নপত্রআপলোড করে দেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলি তা ডাউনলোডের পর প্রিন্ট করে নেবে। জলপাইগুড়ি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামল চন্দ্র রায় বলেন, সমস্ত স্কুলকে এব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তর সূত্রের খবর, মডেল অ্যাক্টিভিটি কম্পাইলেশনের খাতা দেখে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর ডিসেম্বরের মধ্যেই আপলোড করতে হবে।

কোভিডের নিয়মকানুনে খিদের জ্বালায় পেট জ্বলছে পড়ুয়াদের

ফাইল চিত্র

আলিপুরদুয়ার: আপাতত নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলে ক্লাস শুরু হয়েছে। নবম এবং একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হচ্ছে সকাল ১০টা থেকে। চলছে দুপুর সাড়ে তিনটা পর্যন্ত। এর জন্য পড়ুয়াদের সকাল ৯টার সময় স্কুলে আসতে হচ্ছে। অপরদিকে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস চলছে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। তাদের স্কুলে আসতে হচ্ছে সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে। আর শিক্ষকদের স্কুলে আসতে হচ্ছে এই দুই সময়ের আগে।

এদিকে স্কুলে এসেও পড়ুয়াদের বিধি নিষেধের মধ্যে থাকতে হচ্ছে। পড়ুয়াদের মাস্ক খোলা একেবারেই নিষেধ। কেউ যাতে মাস্ক না খোলে শিক্ষকরাও সেদিকে বিশেষ নজর রাখছেন। আবার এত সকালে স্কুলে এলেও টিফিনের জন্য কোন সময় দেওয়া হয়নি। ফলে যে সব পড়ুয়ারা সকাল ৮টায় স্কুলে আসছে তাদের সারাদিন কিছু না খেয়েই ক্লাস করতে হচ্ছে। ফলে পড়ুয়াদের খিদের জ্বালা নিয়েই ক্লাস করতে হচ্ছে।

তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির আলিপুরদুয়ার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি ভাস্কর মজুমদার এই বিষয়ে বলেছেন, স্কুল চালুর সময়সীমা পরিবর্তনের কথা ইতিমধ্যে অনেক অভিভাবকই আমাদের জানিয়েছেন। তবে রাজ্য সরকার যখন একটা সময় বেঁধে দিয়েছে, তখন নিশ্চয়ই তার একটা কোন কারন আছে। তবুও আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রিকে জানাব।

প্রয়াগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর অজয় দেবগন

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় কল এবং স্যানিটারি ওয়্যার ব্র্যান্ড প্রয়াগ বলিউড সুপারস্টার অজয় দেবগনকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। অজয় দেবগনের সাথে যোগসাজশ প্রয়াগ ব্র্যান্ডকে গ্রাহকদের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। 'প্রয়াগ কোয়ালিটি বেমিসাল - লিখ কে লে লো' ট্যাগ লাইনের সাথে প্রয়াগ তার নতুন ক্যাম্পেইনটি বাজারে আনতে চলেছে। প্রয়াগের লক্ষ্য হল তাদের ব্র্যান্ডের স্বীকৃতিকে আরও শক্তিশালী করে তোলা এবং সুপারস্টার অজয় দেবগনের সাথে প্রচারের মাধ্যমে দেশ ব্যাপী গ্রাহকদের কাছে তা পৌঁছে দেওয়া।

প্রয়াগের সিইও নীতিন আগরওয়াল এইবিষয়ে বলেন, অজয় দেবগনকে আমাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে পেয়ে আমরা আনন্দিত। অজয় দেবগন, বহুমুখী প্রতিভার শক্তি, অনবদ্য শৈলী এবং প্রতিভা প্রয়াগের পরিপূরক। ব্র্যান্ড এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরের মধ্যে একটি নিখুঁত মিল দেখা বিরল, এই অ্যাসোসিয়েশন আমাদের বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম করবে।

জামশেদপুরে বিয়ারিং রিফারবিশিং সেন্টার

দুর্গাপুর: ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরে একটি অত্যাধুনিক লার্জ বিয়ারিং রিফারবিশিং সেন্টার উদ্বোধন করল শ্যাফলার ইন্ডিয়া লিমিটেড। দেশের পূর্ব অংশে অবস্থিত এই সেন্টারটি শ্যাফলার ইন্ডিয়ার অন্যতম প্রধান অথরাইজড পার্টনার, প্রিমিয়ার বিয়ারিংস ইন্ডিয়া লিমিটেডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি। বিয়ারিং রিফারবিশিং সেন্টারটি বিশেষজ্ঞদের একটি ডেডিকেটেড দল দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই সঙ্গে সেন্টারটি শ্যাফলার-এর বিশ্বব্যাপী নির্দেশিকা এবং পুনর্নির্মাণ মান অনুযায়ী একটি ছয়-পদক্ষেপ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করে।

এই সেন্টারটি চালু হওয়ার সঙ্গে, শ্যাফলার ইন্ডিয়া গ্রাহকদের খনন, ধাতু এবং খনিজ, সজ্জা এবং কাগজ, রেলওয়ে, পাওয়ার সেক্টর এবং আরও অনেক ক্রমাগত অপারেটিং প্রক্রিয়া শিল্পে ব্যবহৃত বিয়ারিংগুলির মেরামত করার ক্ষমতা এবং পরিষেবা দেওয়ার পরিসীমা অনেকটা বাড়িয়েছে। শ্যাফলার ইন্ডিয়া লিমিটেডের এমডি ও সিইও হর্ষ কদম এই বিষয়ে বলেন, শ্যাফলার ভালো পরিষেবা দিতে সবসময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিয়ারিং রিকন্ডিশনিং বা প্রতিস্থাপন হল মজবুত প্রক্রিয়া যা কোম্পানিগুলির সময় ও খরচ বাঁচানোর সাথে পরিবেশের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রপ টাইগারের ত্রৈমাসিক রিপোর্ট প্রকাশ

কলকাতা: প্রপ টাইগারের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুসারে চলতি বছরের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরে হাউজিং বিক্রি ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১,৩৮,০৫১ ইউনিট হয়েছে। ২০২০ সালে জানুয়ারি-সেপ্টেম্বরে এই হাউজিং বিক্রির পরিমাণ ছিল ১,২৩,৭২৫ ইউনিট। বলা বাহুল্য যে মহামারি জনিত লকডাউনের কারণে ২০২০ সালে হাউজিং বিক্রির পরিমাণ ৩৪৭,৫৮৬ ইউনিট থেকে প্রায় ৪৭ শতাংশ কমে ১,৮২,৬৩৯ ইউনিটে দাঁড়ায়।

প্রপ টাইগার ডট কম-র বিজনেস হেড রাজন সুদ বলেন, আবাসিক রিয়েল এস্টেট বাজারে গতি আসা সত্ত্বেও আবাসন তথা হাউজিং-এর বিক্রয় এখনও অনেকটাই কম হতে পারে। প্রসঙ্গত, ত্রৈমাসিক বিক্রয় সংখ্যার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। বাজারের অনুমান অনুযায়ী, ২০২০ সালে একই ত্রৈমাসিকে ৫৮,৯১৪ ইউনিট থেকে ২০২১ সালে অক্টোবর-ডিসেম্বর হাউজিং-এর বিক্রয় দুই-অঙ্কে বৃদ্ধি পেতে পারে।

অ্যামাজন পে-এর ডিজিটাল ক্যাম্পেইন হর দিন হুয়া আসান

শিলিগুড়ি: ডিজিটাল পেমেন্ট আজ আমাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই কথা মাথায় রেখে অ্যামাজন পে তার গ্রাহক ও স্টেকহোল্ডারদের আর্থিক লেনদেনের সুবিধার জন্য একটি ডিজিটাল ক্যাম্পেইন চালু করেছে। যার ট্যাগ লাইন হল আব হার দিন হুয়া আসান।

ক্যাম্পেইনটি একটি ডিজিটাল ফিল্মের মাধ্যমে দেখানো হবে। যেখানে অর্থের বিবর্তন তুলে ধরা হবে। অর্থাৎ নগদ থেকে ডিজিটাল পর্যন্ত, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিভিন্ন ব্যবসায়িক তথা আর্থিক লেনদেনের দিকটি দেখানো হবে।

শুধু স্টেকহোল্ডারদের আর্থিক লেনদেনেই নয়। এই অ্যামাজন পে-এর মাধ্যমে গ্রাহকরা ইউটিলিটি বিল এবং রেস্তোরাঁর বিল পরিশোধ করা থেকে শুরু করে ভ্রমণের টিকিট বুক করা, অর্থ স্থানান্তর এবং আরও অনেক কিছু করতে পারবে। যেমন, গ্রাহকরা অ্যামাজন পে-এর বিভিন্ন পেমেন্ট মোড ব্যবহার করতে পারেন। যার মধ্যে রয়েছে অ্যামাজন পে লেটার, অ্যামাজন পে আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি।

অ্যামাজন পে ইন্ডিয়ার সিইও এবং ভিপি মহেন্দ্র নেরুরকর বলেন, অ্যামাজন পে লক্ষ লক্ষ গ্রাহক এবং ছোট ব্যবসার জন্য একটি বিশ্বস্ত নাম। আব হার দিন হুয়া আসান এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে ডিজিটাল পেমেন্টের কার্যকারিতা গ্রাহক ও স্টেকহোল্ডারদের কাছে তুলে ধরাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

গ্রাহক টানতে সনির বিশেষ ফাইন্যান্স স্কিম

কলকাতা: দুর্গা পুজো উপলক্ষে সনি ইন্ডিয়া ঘোষণা করল বিশেষ অফার। জিরো ডাউন পেমেন্ট এবং সহজ ইএমআই-তে সনি ব্রাভিয়া এবং প্রিমিয়াম হোম অডিও সহ অন্যান্য প্রোডাক্টের ওপর বিশেষ অফার দিচ্ছে সনি ইন্ডিয়া।

হোম বিনোদনের ক্ষেত্রে(ব্রাভিয়া টেলিভিশন সহ অন্যান্য বড় স্ক্রিনের টেলিভিশন)২০,০০০ টাকার কেনা কাটায় ২০% ক্যাশব্যাক সহ ৩ বছরের ওয়ারেন্টির কথা ঘোষণা করেছে সনি ইন্ডিয়া। এছাড়াও রয়েছে প্রসেসিং ফি ছাড়া সহজ ফাইন্যান্স স্কিম তথা সহজ ইএমআই- ৯/১০, ১২/৪ এবং ১৮/৪। এছাড়া ১০২ সেমি(৪০) ব্রাভিয়া টেলিভিশন সহ সাউন্ডবার কিনলে গ্রাহকরা ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাবেন। এই বিশেষ অফার চলবে ১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত।

উৎসবের মরসুমে ক্যামেরার ওপরও বিশেষ ছাড় দিচ্ছে সনি ইন্ডিয়া। লেন্স সহ ফুল-ফ্রেম ক্যামেরা বডি কেনার ক্ষেত্রে গ্রাহকরা প্রায় ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত সেভ করতে পারবেন। শুধু তাই নয় এই ক্যামেরা গুলিতে ২+১ বছরের ওয়ারেন্টিও দিচ্ছে সনি ইন্ডিয়া। সনি ইন্ডিয়ার সেলস হেড সতীশ পদ্মনাভন বলেন, ভারতে দুর্গাপূজা পুরো উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়। এই কথা মাথায় রেখে সহজ আর্থিক স্কিমের পাশাপাশি গ্রাহকদের জন্য বিশেষ অফার ঘোষণা করতে পেরে আমরা খুশি।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি'র পার্টনার বিকেটি টায়ার্স

কলকাতা: ইন্ডিয়ান মাল্টিন্যাশনাল গ্রুপ বালকৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (বিকেটি) আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রফেশনাল ফুটবল লিগ সিজন-৮'এর জন্য এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে পার্টনারশিপে আবদ্ধ হল। এবার নিয়ে পরপর দ্বিতীয়বার বিকেটি এই টিমের অফিসিয়াল টায়ার পার্টনার হল।

ফুটবলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে বিকেটি সুপরিচিত। তারা বেশ কয়েকটি বড় চ্যাম্পিয়নশিপ ও ইভেন্টের স্পনসর। বিকেটি হল ইটালির বি ফুটবল লিগ সিরি বিকেটি'র টাইটেল স্পনসর এবং দ্বিতীয় ফ্রেঞ্চ ফুটবল ডিভিশন লিগ ২ বিকেটি'র টাইটেল স্পনসর। এই কোম্পানি টপ টায়ার স্প্যানিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ লালিগা'র অফিসিয়াল গ্লোবাল পার্টনার।

এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে পার্টনারশিপ নবীকরণের মাধ্যমে বিকেটি ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার হাত আরও মজবুত করে তুললো। এই কোম্পানি ভারতে সুপরিচিত কয়েকটি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে জড়িত। ইতিপূর্বে বিকেটি ছিল টি-২০ সিজন ২০২১-এর সাতটি টিমের অফিসিয়াল টায়ার পার্টনারও ছিল।

ভোডাফোন আইডিয়ার গ্রামীণ এলাকায় ৫জি কভারেজ

শিলিগুড়ি: শীর্ষস্থানীয় টেলিকম অপারেটর, ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেড (ভিআইএল) এবং তার প্রযুক্তিগত পার্টনার নোকিয়া ঘোষণা করেছে, ভারতের গ্রামীণ এলাকায় কানেক্টিভিটি আনতে ভিআই পার্টনার নোকিয়া ৫জি ট্রায়াল করবে। এই ট্রায়ালটি সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ৩.৫জিএইচজেড স্পেকট্রাম ব্যান্ডে ৫জি ব্যবহার করেছে। ট্রায়ালের জন্য গান্ধীনগরে ৫জি স্পেকট্রাম বরাদ্দ করা হয়েছে।

নোকিয়ার সাথে ভিআই-এর এই ৫জি ট্রায়াল, গ্রামীণ এলাকায় নির্ভরযোগ্য এবং উচ্চ-গতির সংযোগ প্রদান করবে। যা ভারত সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভিশনকে সমর্থন করে। এই ট্রায়াল চলবে ১৭.১ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে। ট্রায়ালের সময় নোকিয়ার সলিউশন ব্যবহার করে ভিআই সফলভাবে ১০০এমবিকিউএস গতি প্রদান করবে। এছাড়াও ট্রায়ালের জন্য ভিআই, নোকিয়ার এয়ারস্কেল রেডিও পোর্টফোলিও এবং মাইক্রোওয়েভ ই-ব্যান্ড সলিউশন ব্যবহার করছে।

ভোডাফোন আইডিয়া লিমিটেডের চিফ টেকনোলজি অফিসার জগবীর সিং বলেন, ভিআই জিআইজি এজেন্ট ভারতের দ্রুততম নেটওয়ার্ক। এই ডিজিটাল যুগে গ্রামের সঙ্গে শহরের সংযোগ স্থাপন অত্যন্ত জরুরি। তাই আমরা এখন নোকিয়ার সাথে পার্টনারশিপের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় উচ্চ-গতির ৫জি কভারেজের উপর জোড় দিচ্ছি।

ভারতে তৈরি হচ্ছে মার্স রিগলির গ্যালাক্সি চকলেট

দুর্গাপুর: বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় চকলেট প্রস্তুতকারী সংস্থা মার্স রিগলির একটি গ্লোবাল আইকনিক ব্র্যান্ড হল গ্যালাক্সি চকলেট। ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য এই গ্যালাক্সি চকলেট এখন থেকে ভারতেই তৈরি করতে চলছে সংস্থাটি। উল্লেখ্য, ভারতে তৈরি হওয়া মার্স রিগলির প্রথম চকোলেট ব্র্যান্ড হল স্নিকারস। এই লক্ষ্যের সাথেই গ্যালাক্সি, মার্স রিগলির পোর্টফোলিও-র দ্বিতীয় চকলেট ব্র্যান্ড হয়ে উঠল যা স্থানীয়ভাবে ভারতে তৈরি করা হবে।

পুনের চকোলেট কারখানায় গ্যালাক্সি চকলেট তৈরি করবে সংস্থাটি। গ্যালাক্সির যাত্রা শুরু হয় ১৯৬০ সালে। তারপর থেকেই চকলেট খাওয়ার অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে চলেছে গ্যালাক্সি। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। গ্যালাক্সি ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য সিগনেচার রেসিপি এনেছে - গ্যালাক্সির স্মুথ মিল্ক এবং ক্রিস্পি রেঞ্জ যথাক্রমে ১০ টাকা ২০ টাকায় পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে ভারতে মার্স রিগলির জেনারেল ম্যানেজার কল্পেশ আর পারমার বলেন, মেড ইন ইন্ডিয়া ফর ইন্ডিয়া-র মাধ্যমে ভারতীয় গ্রাহকদের জন্য গ্যালাক্সির সিগনেচার চকলেট রেসিপি লঞ্চ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

টাইপ ২ ডায়াবেটিসে কার্যকরি আমন্ড

কলকাতা: প্রতি বছর ১৪ নভেম্বর পালিত হয় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। ভারতে প্রায় ৭২ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ২০১৯ সালে প্রকাশিত ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফেডারেশনের রিপোর্ট অনুসারে বিশ্বব্যাপী ৪৬৩ মিলিয়নেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং ২০৪৫ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ৭০০ মিলিয়নে পৌঁছে যাবে। গবেষণায় দেখা গেছে আমন্ড বাদামের পুষ্টিকর প্রোফাইল টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে বিশেষ কার্যকরী। ডায়াবেটিস হল একটি লাইফস্টাইল ডিজিজ। সেই কারণে জীবন যাত্রায় শৃঙ্খলা

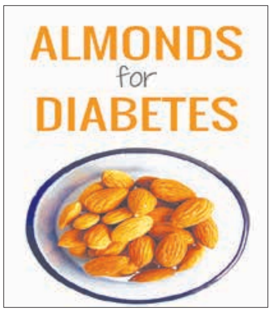

ভীষণ জরুরী। তাই অনিয়মিত জীবনযাত্রার কারণে ইনসুলিন আবিষ্কারের ১০০ বছর পরেও টাইপ ২ ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা আজ লক্ষাধিক। অভিনেত্রী সোহা আলি খান বলেন, ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রন করতে গেলে খাদ্য তালিকায় আমন্ড বাদামের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত জরুরি। কারণ বাদামে থাকা কার্বোহাইড্রেট রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে।

পুষ্টি ও সুস্থতা বিষয়ক পরামর্শদাতা শীলা কৃষ্ণস্বামী বলেন, প্রতিদিনের জলখাবারে বাদাম থাকা অত্যন্ত জরুরি। কারণ বাদাম এইচডিএল কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রন করে। শুধু তাই নয় আমন্ড বাদাম অ্যাডিপোসিটি তথা পেটের চর্বি এবং কোমরের ফ্যাট কমাতেও সাহায্য করে। যার ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও অনেকটাই কমে যায়।

বিকেটি টায়ার্স ফের মোহনবাগানের পার্টনার

কলকাতা: ইন্ডিয়ান মাল্টিন্যাশনাল গ্রুপ বালকৃষ্ণ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (বিকেটি) আসন্ন ইন্ডিয়ান প্রফেশনাল ফুটবল লিগ সিজন-৮'এর জন্য এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে পার্টনারশিপে আবদ্ধ হল। এবার নিয়ে পরপর দ্বিতীয়বার বিকেটি এই টিমের অফিসিয়াল টায়ার পার্টনার হল।

ফুটবলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক স্তরে বিকেটি সুপরিচিত। তারা বেশ কয়েকটি বড় চ্যাম্পিয়নশিপ ও ইভেন্টের স্পনসর। বিকেটি হল ইটালির বি ফুটবল লিগ সিরি বিকেটি'র টাইটেল স্পনসর এবং দ্বিতীয় ফ্রেঞ্চ ফুটবল ডিভিশন লিগ ২ বিকেটি'র টাইটেল স্পনসর। এই কোম্পানি টপ টায়ার স্প্যানিশ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ লালিগা'র অফিসিয়াল গ্লোবাল পার্টনার।

এটিকে মোহনবাগানের সঙ্গে পার্টনারশিপ নবীকরণের মাধ্যমে বিকেটি ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার হাত আরও মজবুত করে তুললো। এই কোম্পানি ভারতে সুপরিচিত কয়েকটি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে জড়িত। ইতিপূর্বে বিকেটি ছিল টি-২০ সিজন ২০২১-এর সাতটি টিমের অফিসিয়াল টায়ার পার্টনার। টিমগুলির নাম মুম্বই ইন্ডিয়ানস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রয়াল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, রাজস্থান রয়ালস, পাঞ্জাব কিংস, চেন্নাই সুপার কিংস এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স। এছাড়াও তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ সিজন ২০২১ ও ২০১৯-এর অ্যাসোসিয়েট পার্টনার ছিল বিকেটি।

হারপিকের মিশন পানি অভিযান

শিলিগুড়ি: বিশ্ব টয়লেট দিবস উপলক্ষে মাননীয় জলশক্তি বিষয়ক মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের উপস্থিতিতে হারপিকের উদ্যোগে লঞ্চ হল মিশন পানি অভিযান। বলাবাহুল্য, ভারতে, স্যানিটেশনের উপরে হারপিকের এটি প্রথম প্রচার অভিযান। যার ট্যাগ লাইন হল-স্যানিটেশন ফর অল প্লেজ অ্যান্ড প্রিন্সিপল: ক্লিন ওয়াটার, সাসটেইনেবল স্যানিটেশন'। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, গীতিকার কাউসার মুনির, ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধনা, টেবিল টেনিস প্লেয়ার(প্যারা অ্যাথলিট) ভাবিনা প্যাটেল, বক্সার লভলিনা বোরগোহাইন ও হকি প্লেয়ার সবিতা পুনিয়া।

স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং জাতিসংঘের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করতে চায় হারপিক। তাই মিশন পানি সচেতনতা প্রচার অভিযানের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশনের ব্যাপারে জনগনকে অবগত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হারপিক। উল্লেখ্য, এই অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশনের জন্য ভারতের প্রথম পদক্ষেপ হল একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ইকোসিস্টেমে সম্মিলিত প্রচার। যা একটি স্বাস্থ্যকর পৃথিবী তৈরি করার প্রয়োজনীয়তাকে শক্তিশালী করে তোলে।

রেকিট,দক্ষিণ এশিয়ার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট গৌরব জৈন বলেন, একটি সুস্থ জাতির জন্য নিরাপদ টয়লেট ও জল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই নিরাপদ স্যানিটেশনের জন্য ভারতের প্রথম প্রস্তাবনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এসবিআই গ্রাহকদের ইএমআই ট্রানজাকশনে দিতে হবে বাড়তি টাকা

মুম্বাই: এসবিআই কার্ডস অ্যান্ড পেমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড ঘোষণা করেছে ইএমআই ট্রানজাকশনের জন্য কার্ড হোল্ডারদের এবার থেকে ৯৯ টাকা প্রোসেসিং ফি এবং তার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে। এই নতুন নিয়ম চালু হবে ১ ডিসেম্বর থেকে।

এই ফি ইএমআই-এর উপরে ইন্টারেস্ট চার্জের পাশাপাশি নেওয়া হবে। এই বিষয়ে এসবিআই গ্রাহকদের ইমেল পাঠিয়ে জানিয়েছে।

সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, কেনাকাটি করার সময় চার্জ স্লিপের মাধ্যমে কার্ড হোল্ডারদের ইএমআই ট্রানজাকশনে প্রোসেসিং চার্জের বিষয়ে জানাবে। অনলাইন ইএমআই ট্রানজাকশনের জন্য সংস্থার পেমেন্ট পেজে প্রোসেসিং চার্জের বিষয়ে তথ্য দেওয়া থাকবে। ইএমআই ট্রানজাকশন ক্যানসেল হয়ে গেলে প্রোসেসিং ফি ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। তবে প্রি ক্লোজারের ক্ষেত্রে প্রোসেসিং ফি ফেরত দেওয়া হবে না। ইএমআই-এ কনভার্টেড ট্রানজাকশনের জন্য রিওয়ার্ড পয়েন্ট লাগু করা হবে না। ১ ডিসেম্বরের আগে করার সমস্ত ট্রানজাকশনের উপরে এই ফি লাগু করা হবে না।

ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল মণিপাল

কলকাতা: সম্প্রতি ভারতের কলাম্বিয়া এশিয়া হাসপাতালের একশো শতাংশ অধিগ্রহণ করল মণিপাল হাসপাতাল গ্রুপ। আশা করা যায় এই অধিগ্রহণ বা রিব্র্যান্ডিং মণিপালের আধুনিক রোগী পরিষেবার মানকে আরও উন্নত করে তুলবে। উল্লখ্য, মণিপাল হাসপাতাল গ্রুপ হল ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম মাল্টি-স্পেশালিটি স্বাস্থ্য পরিষবা প্রদানকারী সংস্থা যা বার্ষিক ৪ মিলিয়নেরও বেশি রোগীর চিকিৎসা করে। এই রিব্র্যান্ডিং-এর ফলে দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা মণিপাল হাসপাতালের ২৭টি ইউনিটকে একত্রে আনা সম্ভব হবে।

মণিপাল হাসপাতাল গ্রুপ দেশের ১৪টি শহরে ৭,৬০০শয্যা বিশিষ্ট ২৭টি হাসপাতালে পরিষেবা দিতে প্রস্তুত। বলাবাহুল্য, মণিপাল হাসপাতাল গ্রুপে এখন থেকে ৪,০০০ ডাক্তার এবং ১১,০০০ এরও বেশি স্বাস্থ্যকর্মী আছে। উল্লেখ্য, এই একত্রীকরণের মাধ্যমে, হাসপাতালগুলি প্রতিটি রোগীকে সাশ্রয়ী মূল্যের সর্বোত্তম স্বাস্থ্য পরিষবা প্রদান করবে।

সল্টলেকেস্থিত মনিপাল হসপিটালের, হসপিটাল ডিরেক্টর শ্রী অরিন্দম ব্যানার্জি বলেন, আমাদের আশা এই রিব্র্যান্ডিং-এর ফলে আরও অনেক বেশি সংখ্যক রোগী আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল ভোগ করতে পারবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের ডাক্তাররা এই বিস্তৃত ক্যানভাসে পূর্বাঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবার চাহিদার উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারবেন।

বাড়ছে লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের মূল্য

নয়াদিল্লি: আগামী বছর থেকেই লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের কিস্তির মূল্য প্রায় ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে খবর। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, বড় বড় রিইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলো পরের বছর থেকে নিজেদের শুল্ক বাড়াতে পারে। আর এর বোঝা জীবন বীমা সংস্থাগুলি তাদের গ্রাহকদের উপর চাপাতে পারে। এর সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন ধরনের পলিসি বিক্রির ওপর।

এর কারণ হল কিছু সময় ধরে রিইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর কাছে বেশি সংখ্যায় ইনস্যুরেন্স ক্লেম জমা পড়ছে। এর ফলে রিইনস্যুরেন্স কোম্পানিগুলোর ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে। এই ক্ষতির পরিমাণ কমানোর জন্য ২০২২ সাল থেকেই তারা বাড়াতে চলেছে প্রিমিয়ামের খরচ। এই বিষয়ে বিগত ৬ মাস ধরে আলোচনা হয়ে আসছে। এই জন্য আইআরডিএআই-এর কাছে আবেদনপত্রও জমা দেওয়া হয়েছে।

ওয়ান-স্টপ সলিউশন এইচডিএফসি-র মাল্টি ক্যাপ ফান্ড

শিলিগুড়ি: বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে এইচডিএফসি সম্প্রতি মাল্টি ক্যাপ ফান্ড চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। এই ফান্ডটি তিনটি সেগমেন্টে বিভক্ত-লার্জ ক্যাপ, মিডক্যাপ এবং স্মলক্যাপ। এই ফান্ডের লক্ষ্য হল নিয়ন্ত্রিত এক্সপোজারের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের মূল্যায়ন করা। স্কিমটি চলতি বছরের ২৩ নভেম্বর খুলবে এবং ৭ ডিসেম্বর বন্ধ হবে।

HDFC MUTUAL FUND

বর্তমান বিনিয়োগ কৌশল অনুসারে এই স্কিমটি মোট সম্পদের ৬০% - ৭৫% লার্জ ও মিড ক্যাপে এবং ২৫% - ৪০% স্মল ক্যাপে বিনিয়োগ করবে। তবে, লার্জ, মিড এবং স্মল ক্যাপগুলিতে বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশিরভাগ বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু যে সব বিনিয়োগকারী মার্কেট ক্যাপ বিভাগে তাদের পোর্টফোলিওকে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে চায় তাদের জন্য এইচডিএফসি-র এই মাল্টি ক্যাপ ফান্ডটি একটি ওয়ান স্টপ সলিউশন প্রদান করতে পারে।

এইচডিএফসি মাল্টি ক্যাপ ফান্ডের ম্যানেজার গোপাল আগরওয়াল বলেন, আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন বাজার ক্যাপ সেগমেন্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কাজ করে। এই একটি ফান্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন অর্জন করতে পারবেন।

ভোডাফোন-এরিকসন পার্টনারশিপ

VI ERICSSON

শিলিগুড়ি: ৫জি চালু হওয়ার সাথে সাথে ভারতে এন্টারপ্রাইজগুলির ডিজিটাল রূপান্তর আরও ত্বরান্বিত হবে। তাই ভারতে ৫জি ট্রায়ালের অংশ হিসাবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিষেবা পৌঁছে দিতে ভোডাফোন আইডিয়া এবং এরিকসন পার্টনারশিপ করেছে।

ভিআই-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ৫জি ট্রায়াল নেটওয়ার্ক পুনেতে ৩.৫ GHz মিড ব্যান্ড এবং ২৬ GHz এমএমওয়েভ ব্যান্ড বরাদ্দ করে। এছাড়া ৫জি এসএ, ৫জি এনএসএ এবং এলটিই প্যাকেট কোর ফাংশন সমন্বিত প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে এরিকসন রেডিও এবং এরিকসন ডুয়াল মোড কোর স্থাপন করে।

৫জি গ্রাহক পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য নতুন রাজস্ব স্ট্রীম অন্বেষণ করার সুযোগ দেবে। এরিকসনের ৫জি বিজনেস কম্পাসের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১০টি শিল্প ক্ষেত্রে ভারতীয় অপারেটরদের ব্যবসা ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। শীর্ষস্থানীয় শিল্পগুলি যেগুলি তাদের ডিজিটালাইজেশনের জন্য ৫জি লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, উৎপাদন শক্তি এবং ইউটিলিটি, মোটরগাড়ি এবং জননিরাপত্তা।

রাজ্যে এরিকসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট অমরজিত সিং বলেন, মনে করা হচ্ছে বর্ধিত মোবাইল ব্রডব্যান্ড এবং ফিক্সড ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস ভারতে ৫জি ব্যবহারের প্রাথমিক ক্ষেত্র। তিনি আশা প্রকাশ করেন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং উৎপাদন ক্ষেত্রে ৫জি-এর সুবিধাগুলি বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হবে।

কমপ্যাক্ট হ্যাচব্যাক সেগমেন্টে বিপ্লব ঘটাবে সেলেরিও

শিলিগুড়ি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেড(এমএসআইএল) বাজারে আনতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত কমপ্যাক্ট হ্যাচব্যাক-স্টাইলিশ অল-নিউ সেলেরিও। আইডল স্টার্ট-স্টপ প্রযুক্তি সহ এই নতুন সেলেরিও পরবর্তী প্রজন্মের ডুয়াল জেট এবং ডুয়াল ভিভিটি কে-সিরিজ ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। যা ড্রাইভিং-এ এক বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদান করে। এছাড়া এর মাইলেজও দুর্দান্ত, ২৬.৬৮ কিলোমিটার। সব মিলিয়ে এই নতুন সেলেরিও, কমপ্যাক্ট হ্যাচব্যাক সেগমেন্টে বিপ্লব ঘটাতে প্রস্তুত।

অল-নিউ সেলেরিও-র ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা, জ্বালানি-দক্ষতা সহ আকর্ষণীয় মূল্য গ্রাহকদের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। প্রথম প্রজন্মের সেলেরিও অটো গিয়ার শিফট (এজিএস) টু-পেডেল প্রযুক্তিতেও পরিবর্তন এনেছে। উল্লেখ্য, অল-নিউ সেলেরিও এর উন্নত বৈশিষ্ট্য, স্টাইলিশ নতুন ডিজাইন এবং পরবর্তী প্রজন্মের পাওয়ারট্রেন শহুরে গ্রাহকদের কাছে টানতে সাহায্য করবে।

মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও কেনিচি আয়ুকাওয়া বলেন, ভারত প্রাথমিকভাবে একটি ছোট গাড়ির বাজার, যেখানে মোট যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রয়ের প্রায় ৪৬% হ্যাচব্যাক অল-নিউ সেলেরিওর মাধ্যমে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীবাহী ছোট গাড়ির বাজারে আধিপত্য বিস্তার করাই আমাদের লক্ষ্য।

দুই বছর বাদে শিলিগুড়িতে শুরু ফুটবল লীগ

শিলিগুড়ি: অবশেষে বছর দুয়েক বাদে শিলিগুড়িতে ফুটবল লীগ ফেরানোর কথা ঘোষণা করল মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। করোনা পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ। ২৪ নভেম্বর থেকে বল গড়াবে সুপার ডিভিশনে। এবার দুই ডিভিশন মিলে দশটি করে দল খেলবে। দুই ডিভিশন ফুটবল লীগের ঘোষণা করে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেন, করোনা পরিস্থিতির জন্য এবার ক্লাব গুলির আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। তাই ক্লাব সচিবদের অনুরোধেই এবার ম্যাচের সংখ্যা কমিয়ে দুই লীগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়াও ক্লাব সচিবদের অনুরোধে এবার ম্যাচের সংখ্যাও অনেক কম করা হয়েছে। এই প্রথম লিগে ফাইনাল ও সেমি ফাইনাল থাকছে। সচিব কুন্তল গোস্বামী আরও বলেন, প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন দল পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফি পাবে এবং রানার্স আপরা পাবেন সজল সরকার ট্রফি। সুপার ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপরা পাবেন, মলয় চক্রবর্তী সুলোচনা আগরওয়াল ট্রফি। এছাড়া দুই লীগের ফেয়ার প্লে-র জন্য মন্টু ভট্টাচার্য ট্রফি দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার পাবে অরুণ কুমার বসু ট্রফি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল আর্থিক সংকটের মধ্যেও লীগের পুরস্কার মূল্য একই রাখা হয়েছে।

১৮ নভেম্বর কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথম ডিভিশনের উদ্বোধনী ম্যাচে রবীন্দ্র সংঘ খেলবে দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে। ২৪ নভেম্বর সুপার ডিভিশনের প্রথম খেলায় মুখোমুখি হবে বান্ধব সঙ্ঘ ও কিশোর সঙ্ঘ । ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, স্টেডিয়ামের মাঠ একদম পারফেক্ট অবস্থায় রয়েছে।

ফাইল চিত্র

চ্যাম্পিয়ন হয়েও মাঠ না থাকায় অসন্তুষ্ট অগ্রগামী

শিলিগুড়ি: মরশুমের শুরুতেই সফল অগ্রগামী। দক্ষিণ দিনাজপুর প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও ক্লাবের কোচ ও কর্ম কর্তাদের মাঠ না পাওয়ার যন্ত্রনা। খেলোয়াড়দের সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে কোচ জয়ন্ত ভৌমিক বলেন, এক সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রনজি ও দলীপ ট্রফির মত ম্যাচ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ফুটবলের জন্য জায়গা করতে গিয়ে স্টেডিয়াম থেকে সরতে হয়েছে ক্রিকেটকে। দীর্ঘদিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত এমন একটা মাঠ পাওয়া গেল না যেখানে ছেলেরা ১২ মাস ক্রিকেট খেলতে পারবে। উল্লেখ্য, এই শহর থেকে ঋদ্ধিমান সাহা, রিচা ঘোষ আজ জাতীয় দলের হয়ে খেলছে। কিন্তু এর পরেও মাঠের অভাব মিটল না শিলিগুড়ির ক্রিকেটারদের।

আর কিছুদিনের মধ্যেই শিলিগুড়িতে শুরু হবে সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লীগ। যেখানে এবারও খেতাব জয়ের আশা নিয়ে মাঠে নামবে ঋদ্ধিমানের ছেলেবেলার ক্লাব। জয়ন্ত বাবু বলেন, প্রি-সিজন এই টুর্নামেন্ট জয় সুপার ডিভিশন লীগের ছেলেদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। খেতাব পুনরুদ্ধার নিয়ে আমি একশো শতাংশ আশাবাদী।

উল্লেখ্য, বালুরঘাটে আয়োজিত দক্ষিণ দিনাজপুর প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনাল ম্যাচে সেরা ব্যাটারের পুরস্কার পান অগ্রগামীর রাশেদ হোসেন এবং টুর্নামেন্টে সেরা বোলারের পুরস্কার জেতেন অগ্রগামীর হরপিন্দার সিং গিল।

বয়সের বাধা টপকে জাতীয় পর্যায়ে সোনা দীপ্তির

শিলিগুড়ি: এই বয়সে প্র্যাকটিস করে আর কি হবে? তার থেকে ঘর সংসারে মন দেওয়াই ভাল। এনজেপির মাঠে প্র্যাকটিসের সময় এমন অনেক কথাই শুনতে হয়েছে ৫৬ বছর বয়সী দীপ্তি পালকে। সে সবকে তোয়াক্কা না করে নিজের লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন তিনি। অবশেষে সব বাধা অতিক্রম করে সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের নাসিকে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের একটি ভেটারেন্স প্রতিযোগিতায় ১০ কিলোমিটার দৌড়ে সোনা পেলেন দীপ্তি।

শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ার বাসিন্দা দীপ্তি মহারাষ্ট্র থেকে ফোনে বলেন, সেই সব অবজ্ঞার জন্যই হয়তো জেতার খিদেটা বেড়ে গিয়েছিল। তাই আমার এই সাফল্য সেইসব মানুষদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই। জাতীয় পর্যায়ের এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য তিনি অনলাইনে আবেদন করেছিলেন। এছাড়া ২০১৬ সালের জাতীয় স্তরে আয়োজিত ভেটারেনসদের জন্য ৮০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, গতবছর জুন-জুলাইতে এই প্রতিযোগিতাটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনার কারণে হয়নি। বর্তমানে সেটাই হচ্ছে নাসিকে। দীপ্তি ফোনে বলেন, ১০কিমি দৌড়তে তিনি সময় নেন ১ঘন্টা ১২মিনিট ৩ সেকেন্ড।

ন্যাশনাল ভেটারেন্সর স্পোর্টস অ্যান্ড গেম অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দীপ্তি চার বিভাগের দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রথমদিনে এই সাফল্য পেয়েছেন দীপ্তি। বাকিগুলোতে সাফল্যের আশায় রয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, তাঁর দুই ছেলে বর্তমানে সেনাবাহিনীতে চাকরি করলেও একসময় জুতো কেনার টাকা ছিলনা। খালি পায়ে প্র্যাকটিস করতেন তিনি। দীপ্তির কথায়, লড়াইয়ের মানসিকতা থাকলে বয়স বাধা হতে পারেনা। তাঁর এই সাফল্যে খুশি শিলিগুড়ির ক্রীড়া প্রেমীরা।

ডুয়ার্স কাপ জিতল নরসিংহপুর এফসিএ

জলপাইগুড়ি: রাঙ্গালিবাজনার আমবাড়ি বিপ্লব সংঘের মহিরুদ্দিন মিয়ী ও আফসার আলি ট্রফি ডুয়ার্স কাপে চ্যাম্পিয়ন হল নরসিংহপুর এফসিএ। এই টুর্নামেন্টটিতে ১২ দল অংশ গ্রহন করেছিল। ৬ নভেম্বর ফাইনালে নরসিংহপুর ১-০ গোলে বান্দাপানির বীরসা মুন্ডা ক্লাবকে হারায়। ফাইনালের ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন মুন্না হোসেন। টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফি ও ২০ হাজার টাকা এবং রানার্স দলকে ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে ১৫ হাজার টাকা।

প্রতিযোগিতার সেরা হিসেবে বেছে নেওয়া হয় নরসিংহপুরের অনুরাগ একাকে। সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হন নরসিংহপুরের রহিম্মাল আনসারি। চ্যাম্পিয়ন দল এবং খেলোয়াড়দের পুরস্কার তুলে দেন মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রোহিত বিশ্বকর্মা, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রশিদুল আলম প্রমুখ।

শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন সুব্রত আচার্যী

কোচবিহার: ৬ নভেম্বর রাত আনুমানিক সাড়েবারোটা নাগাদ হৃদ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন কোচবিহার জেলার প্রাক্তন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ তথা জেলা ক্রীড়া সংস্থার আজীবন সদস্য এবং বিভিন্ন কোচিং বিভাগের অন্যতম কোচ সুব্রত আচার্যী (বাবলি)। কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে রাতেই ভর্তি করা হয়েছিল, সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সুব্রত আচার্যী একজন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তরের কর্মীও ছিলেন। ডিএসএ'র সদস্যরা জানান তাঁরা সুব্রত আচার্যীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করছেন এবং তার অনুপস্থিতি ভিষন ভাবে অনুভব করবে।

সুব্রত আচার্যী

শিশুদিবস উপলক্ষে ক্যারাটে পরীক্ষা

কোচবিহার: ১৪ নভেম্বর শিশুদিবস উপলক্ষে মহারাজা ক্লাবে ক্যারাটে বেল্ট প্রদানের একটি ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অনুষ্ঠিত করা হয়। কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ১০০ জন ছেলে-মেয়ে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহন করে। এই বাৎসরিক পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের এক বেল্ট থেকে অন্য বেল্টে উত্তীর্ণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের মহকুমা শাসক শেখ রাকিবুর রহমান, পুলিসের রিজার্ভ ইন্সপেক্টর বসন্ত ছেত্রী সহ আরও অনেকে।

কোচবিহার হেরিটেজ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দিনহাটা: কোচবিহার হেরিটেজ কাপ নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল এসপি ইউনিট। ৭ নভেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলে এসপি ইউনিট এবং কোচবিহার দেবীবাড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাব। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে টাইব্রেকারে এসপি ইউনিট ৪-৩ গোলে অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। কোচবিহার শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বিজয়ী এসপি ইউনিটের হাতে একলক্ষ টাকার চেক পুরস্কার মূল্য তুলে দেন এবং কোচবিহার দেবীবাড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাবকে ৫০ হাজার টাকার পুরস্কার দেওয়া হয়।

টুর্নামেন্টের প্রথম ও দ্বিতীয় সেমি ফাইনাল খেলেছিল যথাক্রমে কোচবিহার ভারতী সঙ্ঘ ও এসপি ইউনিট এবং দেবীবাড়ি অ্যাথলেটিক ক্লাব ও হাজরাপাড়া শ্মশান কালীবাড়ি।

দলবদলের তারিখ ঘোষণা করল মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ ক্রিকেট ও অ্যাথলেটিক্সের দলবদলের তারিখ ঘোষণা করে দিল। ৮ নভেম্বর পরিষদের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা ছিল। তারপরই পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা জানান, ২৭ ও ২৮ নভেম্বর দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রথম ও সুপার ডিভিশনের জন্য দলবদল চলবে এবং অ্যাথলেটিক্সের দলবদল হবে ৪ ও ৫ ডিসেম্বর দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। দুই বিভাগের দলবদল কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামেই হবে।

পরিষদ সুপার ডিভিশন আয়োজনের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়কে মাঠ চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এবছর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু হবে। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠে ম্যাট পেতে প্রথম ডিভিশন করা হবে। মাঠ পেয়ে গেলে দুটো লিগই একসঙ্গে শুরু করে দেওয়া হবে।

শিলিগুড়িতে থ্রি-অন-থ্রি বাস্কেটবল

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি বাস্কেটবল সংস্থার থ্রি-অন-থ্রি বাস্কেটবলে ছেলেদের সিনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল মেট্রো ওয়ার্ল্ড পিস। ১৪ নভেম্বর ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল ফাইনালে তারা কাগাবি অ্যাকাডেমিকে ২১-১৫ পয়েন্টে হারিয়েছে। টুর্নামেন্টের মেয়েদের সিনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় বিড়লা। ফাইনালে বিড়লা ৪-১ পয়েন্টে লিলিসকে হারায়। ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে ফাইনালে ১২-১ পয়েন্টে হকসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইয়াকস জুনিয়ার এবং মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে ফাইনালে ২-১ পয়েন্টে ব্ল্যাক ম্যাজিকের বিরুদ্ধে জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ট্রিপল থ্রেট। বিজয়ী দলদের পুরস্কার তুলে দেন শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক শ্রীনিবাস ভেগটরাও পার্টিল, দিল্লি পাবলিক স্কুল কুমবাড়ির প্রিন্সিপাল মনোয়ারা বি আহমেদ, শিলিগুড়ি বাস্কেটবল সংস্থার সহসভাপতি বিবেকানন্দ ঘোষ এবং সচিব সমীরণ রায়।

টুকরো খবর

দূষণ ও উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে সাইকেল সাফারি

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি অ্যাথলেটিক ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন দূষণ ও উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণে সচেতনা বৃদ্ধিতে ৬ নভেম্বর একটি সাইকেল সাফারি অনুষ্ঠিত করে। সাইকেল সাফারিটি সকাল ৮ টায় এনআরআই মাঠ থেকে শুরু হয়ে তিনবাত্তি মোড়, মাল্লাগুড়ি, দার্জিলিং মোড়, শালবাড়ি, সুকনা, বাগডোগরা, শিবমন্দির, ফাঁসিদেওয়া হয়ে এসে এনআরআই মাঠে শেষ হয়। অর্গানাইজেশনের সদস্য বিবেকানন্দ ঘোষ জানান, সাইকেল সাফারিতে মোট ৯০ জন অংশ নেন।

কিউডোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতা

ময়নাগুড়ি: জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট কিউডোকান ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতায় সোনা জিতল ময়নাগুড়ির পলাশ বর্মন। ১৫-১৮ বছর বিভাগে বিভাগে পলাশ ছাড়াও ময়নাগুড়ির কুমারজিৎ রায় রুপো জিতেছে। ধূপগুড়ি থেকে এই টুর্নামেন্টে একই বিভাগে পিঙ্কি বর্মন সোনা, মন্টু সরকার রুপো এবং ইন্দ্রানী সরকার ও লাকি সেন ব্রোঞ্জ পদক এবং ১০-১৪ বছর বিভাগে বিবেক মণ্ডল সোনা ও সন্দীপ সরকার জিতেছে ক্যারাটেকা।

আলিপুরদুয়ারে শুরু ডুয়ার্স টি২০

আলিপুরদুয়ার: টাউন ক্লাব মাঠে শুরু হল ডুয়ার্স টি২০ ক্রিকেট লিগ। উদ্বোধনী ম্যাচটি খেলা হয় অরবিন্দনগর ক্লাব ও সানরাইজ ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে। ম্যাচে অরবিন্দনগর ক্লাব সানরাইজ ক্রিকেট ক্লাবকে ৮৯ রানে হারিয়ে হারায়।

১৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ

জলপাইগুড়ি: জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে দলবদলের শেষদিন ৯ নভেম্বর মোট ২৭ জন খেলোয়াড় দলবদল করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জলপাইগুড়ির দাদাভাই ক্লাবের তারকা খেলোয়াড় সঞ্জয় পিণ্ডা দলবদল করে যায় বর্ধন প্রাঙ্গণ বিক্রিয়েশন ক্লাবে, জেওয়াইএমএ থেকে পান্নালাল মাঝি ও রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের মুন্না শা বর্ধনে যান। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব কুমার দত্ত জানান, ১৮ ডিসেম্বর থেকে সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ শুরু হচ্ছে। লিগে ১২টি দল অংশগ্রহণ করবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96